ছহি বড় চোর পণ্ডিত

রিয়াজউদ্দীন

বাংলা একাডেমী

ঢাকা

হুয়াল গণী

সর্ব্বউত্তম! সাবেকী ছাপা!! আদি ও আসল!!!

ছহি বড়

চোর পণ্ডিত

সায়ের—রিয়াজউদ্দীন সাহেব প্রণীত।

সাং সিদ্দির গঞ্জ আটি গ্রাম

প্রকাশক—

হামিদিয়া লাইব্রেরী
কোরাণ শরীফ
কিতাব প্রকাশক
ও
বিক্রেতা
চকবাজার-ঢাকা

পত্র লিখিবার ঠিকানা

ম্যানেজার— হামিদিয়া লাইব্রেরী,
চকবাজার, ঢাকা।

সন ১৯৫৩ ইং।　　মূল্য ৸৹ বার আনা মাত্র।

ইলাহী ভরসা।

ছহি বড়
চোর পণ্ডিত

——০ঃ[※]ঃ০——
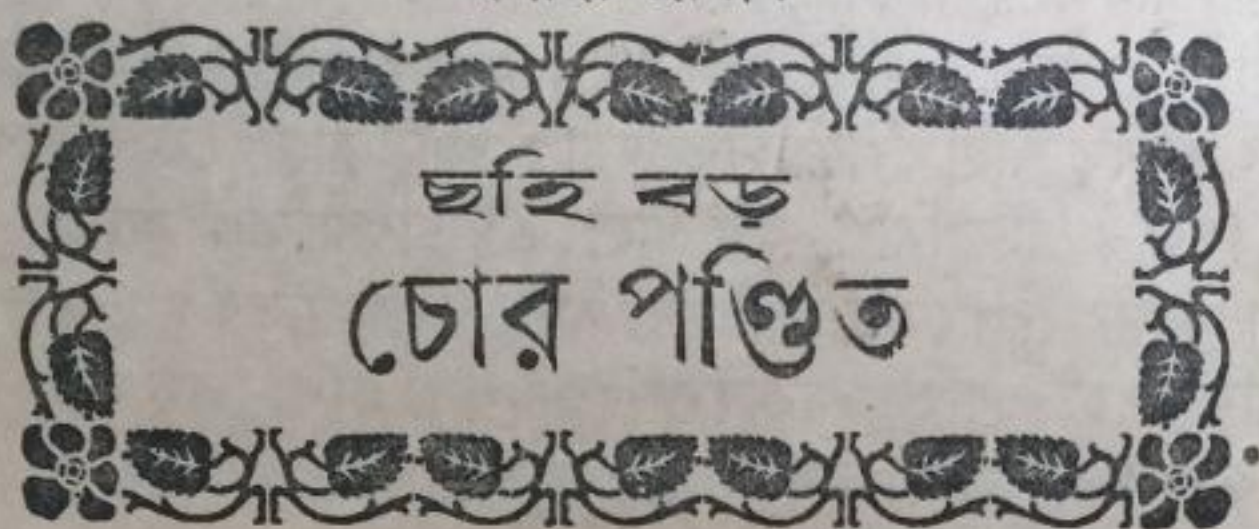
* হামদ নাআ'ত *

ত্রিপদী ※ পাক জাত পরওয়ার, সৃজন পালন হার, একা সেই না আছে দোসর॥ মা বহিন ফুফু খালা, না আছে জরু কবিলা, নাহি তার ভাই বেরাদর ※ উজীর নাজির নাই, যাহা চাহে আপে সাঁই, তাহা করে হক সোবহান॥ আপনার নিজ নূরে, পয়দা করে নবীজিরে, তার নূরে তামাম জাহান ※ নবী না হইত যদি, আসমান জমিন আদি, কিছু তবে পয়দা না করিত॥ আরশ্ কুরছি আর, বেহেশত দোজখ তার, এই সব কিছু না হইত ※ সেই নবীজির পরে, ভেজ সব দীনদারে, দুরুদ পড়িয়া সোবে শাম॥ তাহার ইয়ার আর, আওলাদ আছহাবে তার, সবাকারে আমার সালাম ※ হীন রিয়াজুদ্দীন বলে, যত দিন দম চলে, কর সবে আল্লার জিকির॥ দেলেতে রৌশনী হবে, গোরেতে আরামে রবে, খুশী রবে মনকির নকীর ※

কাহিনী আরম্ভ।

পয়ার ※ শোনহে রসিক লোক মন লাগাইয়া॥ রঙ্গের কাহিনী এক কহি প্রকাশিয়া ※ কেরমান শহরে এক বাদশা নামদার॥ জালেনুস নাম ছিল ভবেতে প্রচার ※ হাসমত দবদবা খুব আছিল তাহার॥ তামাম মুল্লুকের বাদশা তাবে ছিল তার ※ মালমাত্তা ধন দৌলত নাহি ছিল কম খোশালে বাদশাই করে নাহি কোন গম ※ উজীর নাজির আর দেওয়ান পেসকার॥ হুকুমেতে সকলেতে চালায় কারবার ※ কিল্লার বিচেতে ছিল সীপাই যাহারা॥ রাত্রদিন শহরেতে দিতেন পাহারা ※ শহরেতে নাহি ছিল ফকির মিসকিন॥ সকলেতে একসম সুখে কাটে দিন ※

বেটার সমান করে পালন প্রজার ॥ কোনবাতে গম নাই আনন্দ অপার * দুনিয়াতে কোনমতে নাহি ছিল কম ॥ ফরজন্দ বিহনে ছিল অহরহ গম নিরবে ভাবিত শাহা শিরে হাত দিয়া ॥ আমি বাদে কে বসিবে তখ্‌ত পরে গিয়া * দিবানিশি রহে শাহা এই ভাবনাতে ॥ কাতরে মাঙ্গেন দোয়া আল্লার দরগাতে * অনাথের নাথ তুমি অগতির গতি ॥ তুমি প্রভু দয়াবান জগতের পতি * সকল দেখিতে পাও ছাপা কিছু নাই ॥ তখতের মালিক দেহ এই ভিক্ষা চাই * এই মতে রোজ রোজ কহিতে২ ॥ কবুল হইল দোয়া আল্লার কাছেতে * আল্লাতালা কৈল তারে রহমত নাজিল বাদশার বেগম বিবী রহিল হামেল * রিয়াজুদ্দীন বলে যার মনে যাহা চায় ॥ আলবত্তা আল্লাতালা আনিয়া মিলায় *

জালেনুস বাদশার ঘরে ফিরোজ শাহা পয়দা হয় তাহার বয়ান।

পয়ার * বাদশার বেগম যদি রহিল হামেল ॥ দাই দাসী দেখি হৈল খোশালিত দেল * খুশীতে হইয়া মত্ত আপনা অন্তরে ॥ সু-খবর জানাইল বাদশার গোচরে * খবর শুনিয়া শাহা হইল উল্লাস ॥ দিনে২ হামেল পুরিল দশ মাস * দশ মাস দশ দিন যখন পুরিল * শুভক্ষণে পুত্র এক প্রসব করিল * রূপের প্রশংসা তার বলা নাহি যায় ॥ পূর্ণ শশধর যেছা ভূমিতে গড়ায় * দাসীগণ জানাইল বাদশাকে খবর ॥ বাদশা আলম্পানা শুনি হরিষ অন্তর * ততক্ষণ জাহাঁপানা আন্দরেতে গিয়া ॥ বহুত হইল খুশী বেটাকে দেখিয়া * বেটার খুশীতে শাহা কত কোটি ধন ॥ খয়রাত করিয়া দিল গরীব কারণ * ফকির মিসকিন লোকে খয়রাত পাইয়া ॥ সকলে করেন দোয়া হাত উঠাইয়া * তৎপরে জাহাঁপানা আনিয়া নজ্জুম ॥ তালেনামা দেখিবারে করিল হুকুম * নজ্জুম সকলে এই হুকুম পাইয়া ॥ কহিতে লাগিল ইহা কেতাব দেখিয়া * বড় ভাগ্যবান লাড়কা হইল তোমার ॥ তামাম মুল্লুকের বাদশা হবে তাবেদার * ফিরোজ রাখিনু নাম কেতাব দেখিয়া ॥ রবি অধিপতি তার দয়াবান হিয়া * কন্যারাশি শামছ বুরুজ হয় তার ॥ শামছ্ সেতারা থাকি মিজাজ তাহার ইয়াদদস্ত হবে বড় যেহেন তাহার ॥ শুনিতে ইয়াদ হবে যত কারবার * কোন বাতে কোন মতে দোষ কিছু নাই ॥ এর মধ্যে এক দোষ দেখিবারে পাই * দ্বাদশ বৎসর যবে বয়েস হইবে ॥ ঘর হইতে বেটা তেরা নিকলিয়া যাবে * কোনো এক রূপে সেই মন মজাইয়া ॥ দেখিবে খোদার সৃষ্টি ভ্রমন করিয়া * বাদশা শুনিয়া ইহা কহে নজ্জুমেরে ॥ কি মতে হইবে ভাল কহ তুমি মোরে * নজ্জুম শুনিয়া তারে কহে এই ধারা ॥

ভাল হইবার কিছু রাহি দেখি চারা * যাহার নসীবে আল্লা লেখিয়াছে যাহা॥ নেকী বদি যাহা করে না খণ্ডিবে তাহা * শুনি শাহা মনেতে গমগিন হৈল ভারি॥ নজ্জুম বিদায় করে দিয়া টাকা কৌড়ি * সবর করিল শেষে ভেবে নিরঞ্জণ॥ নসীবে লিখেছে যাহা না হবে খণ্ডন * বেটার লাগিয়া দেলে সদায় ভাবনা॥ হীন রিয়াজুদ্দীন কহে ভাবিয়া রাব্বানা *

* বাদশা আপন বেটাকে পড়িবার জন্য ওস্তাদের কাছে দেয় তাহার বয়ান *

পয়ার * সদায় চিন্তিত শাহা বেটার লাগিয়া॥ এই মত কতদিন যায় গুজারিয়া * পাঁচ বৎসরের যবে শাহাজাদা হইল॥ ওস্তাদের কাছে তারে পড়িবারে দিল * ওস্তাদ ফাজিল বড় এলেম কানুনে॥ আকাশ পাতাল ভেদ গণিবারে জানে * আগেতে হইছে যাহা আর যাহা হবে॥ সকল কহিতে পারে দেখিয়া কেতাবে * সংসারের মধ্যে আছে যত যাদু টোনা॥ সকল আছিল সেই ওস্তাদের জানা * চোরের হেকমত যত জানিতে পারিত॥ ছাপাইয়া নিজ দেহ দিনে সিদ দিত * ভোট কাছ নর্সিং মন্ত্র জানিতে তামাম॥ বাকী নাহি ছিল কোন হেকমতের কাম * ভেড়া বকরি হইতে পারে বেশ বদলিয়া॥ ভুলাইতে পারে সেই রমণী হইয়া * ভোজ রাজার জ্ঞান আর বাজিগরের বাজী॥ সকল জানিত সেই ওস্তাদ মিয়াজী * কামেল ওস্তাদ পাইয়া তনয় বাদশার॥ দিবানিশি বিদ্যা পাঠ করে আপনার * এক ঘড়ি নাহি থাকে লেখা পড়া বিনে॥ শুক্ল পক্ষ শশী যেয়ছা বাড়ে দিনে২ * এই মত কতদিন লেখে আর পড়ে॥ শিখিল তামাম বিদ্যা হরিষ অন্তরে * ওস্তাদ আপনা মনে বুঝিল এয়ছাই॥ আমি যেয়ছা শাগরেদ মোর হইল তেয়ছাই * এই খানে এই কথা রাখিয়া বারণ॥ বাদশার হাল কিছু শুন সর্ব্বজন * হীন রেয়াজুদ্দীন কহে জনাবে সবার॥ আমাকে করিবে দোয়া যত দীনদার *

বাদশা আপন বেটাকে ওস্তাদ সহ তলব করে তাহার বয়ান।

ত্রিপদী * জালেনুস শাহাজাদা, দেলেতে ভাবিয়া খোদা, কহিলেন উজীরে ডাকিয়া॥ আমার হুকুম লেহ, বেটাকে আনিয়া দেহ, দেখিয়া শীতল করি হিয়া * দিনু তারে পড়িবার, ঘরে নাহি আসে আর, থাকে সেই ওস্তাদের কাছে॥ ওস্তাদ সহিতে তারে, আন মোর বরাবরে, দেখি তারা কোন হালে আছে *

উজীর শুনিয়া বাত, চলিলেন তৎক্ষণাৎ, ওস্তাদ আর শাহাজাদা যথা ॥ আউওয়াল আখেরে তার, কহে সব সমাচার, তলবের যত ইতি কথা তোমা দোহাকার তরে, বাদশা তলব করে, কহিয়াছে হুজুরে যাইতে ॥ ফিরোজ শুনিয়া বাত, কহেন উজীর সাথ, আমি এখন না যাব বাড়ীতে তুমি এখন যাও গিয়া, আমার ওস্তাদে লিয়া, শেষে আমি বাড়ীতে যাইব ॥ যার মনে যাহা আছে, জানা যাবে আগে পাছে, তুঝে আমি আর কি কহিব ✽ একথা শুনিয়া পরে, উজীর আইল ঘরে, শাহাজাদা সেখানে রহিল ॥ শাহাজাদা নেক জাত, ধরিয়া ওস্তাদের হাত, এই কথা কহিতে লাগিল ✽ শোনহে ওস্তাদ মোর, কহি আমি মোক্কেছার, যেই কথা মনেতে ঘোষনা ॥ আপনি মেহের সাথ, রাখিলে আমার বাত, পুরা হয় মনের বাসনা ✽ আমা দোহাকার তরে, বাদশা তলব করে, তার সাথে করিবারে দেখা ॥ যখন যাইব সেথা, পুছিবে আমার কথা, কেমন হইয়াছে পড়া লেখা ✽ পুছে যদি এই বাত, কহিবে তাহার সাথ, লেখা পড়া কিছু হইল নাই ॥ মুল্লুকে দেখিনু কত, তোমার বেটার মত, কম আক্কেল নাহি কোন ঠাঁই ✽ এক কথা হাজার ভাগে, কহিবে বাদশার আগে, যে মতে না পছন্দ হয় তার ॥ কথা যবে হবে পাকা, তোমাকে হাজার টাকা, দিব আমি করিনু কারার ✽ যদি আমার কথা লড়ে, তবে রোজ মহাশরে, হবে আমার দোজখেতে বাস ॥ ওস্তাদ শুনিয়া বলে, যেমতে খাহেশ কৈলে, কব আমি করিয়া প্রকাশ ✽ একথা কহিয়া দোহে, তখনি চলিল রাহে, পৌছিলেন হুজুরে বাদশার ॥ বাদশা সেই ওস্তাদেরে, এইবাত জিজ্ঞাসা করে, হাল চাল আপনা বেটার ✽ ফরজন্দ শুপিনু তুঝে, সেই কথা কহ মুঝে, লেখা পড়া কেমন হইল ॥ ওস্তাদ শুনিয়া বাত, কহেন বাদশার সাথ, কোন বিদ্যা শিখিতে নারিল ✽ যতেক বুঝাই তারে, তাছির নাহিক করে, কোন কথার না করে উত্তর ॥ ভালাবুরা নাহি কহে, শির ঝুকাইয়া রহে, তোমার বেটা এমন বর্ব্বর ✽ আমি নাদানের কাছে, কত মত বিদ্যা আছে, কোন বিদ্যা শিখিতে নারিল ॥ হীন রিয়াজুদ্দীন বলে, জাহাঁপানা গোস্বা দেলে, ফজিহত করিতে লাগিল ✽

✽ বাদশা আলম্পানা বেটাকে ফজিহত করে তাহার বয়ান ✽

ত্রিপদী ✽ জালেনুস গোস্বা ভরে, কহেন বেটার তরে, শুন ওরে বেকুফ নাদান ॥ আমার শহর ছাড়ি, যাহ তুমি এই ঘড়ি, নহে তোমার কাটিব গরদান ✽ আগে করে মালামত, তার পরে ফজিহত,

তার পরে কহে শক্ত বাত॥ এয়ছা বেটা পয়দা হৈলি, বিদ্যা বুদ্ধি না শিখিলি, নিকলিয়া যাহরে কমজাত * একথা বলিয়া পরে, ওস্তাদ বিদায় করে, টাকা পয়সা সব তারে দিয়া॥ ওস্তাদ চলিল পথে, ফিরোজ চলিল সাথে, হাজার টাকা দিল বুঝাইয়া * ওস্তাদের হাতে ধরি, বহুত মিনতি করি, কহিতে লাগিল এই বচন॥ আপনি আমার খাতা, সকল করিবে আতা, তবে আল্লা করিবে মোচন * ওস্তাদ করিয়া দোয়া, দেশেতে হইল রোয়া, শাহাজাদা আইল ঘরেতে॥ জননীর পায় ধরি, বহুত কাগতি করি, কাতরেতে লাগিল কহিতে * শুনগো জননী শুন, গোস্বা না রাখিবে মন, আমি আর না রব বাড়ীতে॥ তোমাকে কহিনু শেষ, ছাড়িয়া আপন দেশ, যাব আমি বিদেশ ফিরিতে * জননী শুনিয়া বলে, হারে যাদু কি কহিলে, ওরে বাছা দুঃখিনীর ধন॥ অভাগিণীর নয়ন তারা, যদি হও দেশ ছাড়া, রাখিব না আপনা জীবন * শাহাজাদা বলে মাই, বলিগো তোমার ঠাঁই, বাপে মোরে দেখিতে না পারে॥ এ কারণে তুঝে ফেলি, বিদেশে যাইব চলি, এই মোর বাসনা অন্তরে * একথা শুনিয়া মায়, কেন্দে বলে হায়২, শুন পুত্র রাখ মোর বাণী॥ তুমি যদি ছাড় দেশ, জহর খাইব শেষ, রাখিব না আমার পরাণী * হীন রিয়াজুদ্দীন বলে, পুত্র শোক যার দেলে, সেই শোক পাসরা না যায়॥ কলেজা ছুরাখ হয়, দেল বে-আরাম রয়, দিবানিশি করে হায়২ * পুত্র শোকে কত মায়, খানা পানি নাহি খায়, কান্দে সদা পাগলের বেশে॥ পাথরেতে শির ঠুকে, কেহ হাত মারে বুকে, কত মায় ফিরে দেশে২ *

ফিরোজ শাহাজাদা আপন ঘর হইতে নিকলিয়া যায় ও রাহায়
এক সীপাইর সাথে মোলাকাত হয় ও আপন নাম চোর
পণ্ডিত বলিয়া প্রকাশ করে তাহার বয়ান।

পয়ার * মায়ে বলে শুন বাছা দুঃখিনীর ধন॥ বিদেশ যাইতে তুমি না কর মনন * যদি যাও তুমি আমাকে ছাড়িয়া॥ নিশ্চয় মরিব আমি জহর খাইয়া * ফিরোজ শুনিয়া বাত কহেন তখনি॥ আমার আরজ এক শুনগো জননী * এদেশে থাকিতে মোর নাহি লয় চিতে॥ তুমি না পারিবে মোরে ধরিয়া রাখিতে * হাত পাও বান্ধিবারে পারে সর্ব্বজনে॥ বল দেখি মন মোর বান্ধিবে কেমনে * মায়ে বলে আমি তোরে যাইতে না দিব॥ আমার কাছেতে তোরে হামেশা রাখিব * এতেক বলিয়া তারে লিয়া গেল ঘরে॥ খানাপিনা খেলাইল হরিষ অন্তরে * এই এইমতে কতদিন গোজারিয়া যায়॥ বেটার ভাবনা যত পাসরিল মায় *

এক দিন শাহাজাদা রাত্র নিশি কালে॥ আপনার ঘর হইতে নিকলিয়া চলে ✽ রাতারাতি কত দেশ যায় ছাড়াইয়া॥ রজনী প্রভাত হৈল কত দূরে গিয়া ✽ দু-প্রহর হইল বেলা আসমান উপরে॥ হেনকালে দেখিলেন আপনা নজরে ✽ চলিছে সীপাই এক সাজন করিয়া॥ একা এক তার কাছে পৌছিলেন গিয়া ✽ পুছিল ফিরোজ শাহা সীপাই গোচর॥ কি নাম কোথায় যাবে কোন দেশে ঘর ✽ সীপাই কহিল মোর শাহাবুদ্দীন নাম॥ চীনের মুল্লুকে হয় আমার মোকাম ✽ বিদেশেতে গিয়াছিনু করিতে রোজগার॥ এখন বাড়ীতে যাই শুন নামদার ✽ ফিরোজ বলেন আমি তেরা দেশে যাব॥ কেমন চীনের দেশ নজরে দেখিব ✽ সীপাই বলেন তবে খুব ভাল হয়॥ রাহেতে চলিতে আর নাহি কিছু ভয় ✽ সীপাই বলেন শাহা কহ তেরা নাম॥ কিবা নাম মাতা পিতা কোথায় মোকাম ✽ ফিরোজ বলেন মোর কেরমানেতে ঘর॥ জালেনুস শাহা নামে পিতা হয় মোর ✽ ফিরোজ আমার নাম শুনাই তোমাকে॥ খিতাব করিয়া কেহ চোর পণ্ডিত ডাকে ✽ সীপাই বলেন তোমার দুই নাম হয় চোর পণ্ডিত নাম· শুনি মনে লাগে ভয় ✽ ফিরোজ বলেন ভাই কোন ভয় নাই॥ এক সাথ হইয়া চল চীন দেশে যাই ✽ ইহা কৈয়া দোন রাহেতে চলিল॥ পয়ার ছন্দেতে রিয়াজুদ্দীন বিরচিল ✽

ফিরোজ শাহা বাঘ রূপ ধারণ করিয়া সীপাই নিকট
হইতে টাকা ছিনিয়া লয় তাহার বয়ান।

পয়ার ✽ সীপাই ফিরোজ দোন চলে এক সাথে॥ হাসিতে খেলিতে দোন চলিল রাহেতে ✽ শাহাজাদা সীপাইকে পুছে আরবার॥ কত টাকা লিয়া যাও করিয়া রোজগার ✽ সীপাই বলেন টাকা দুই শত হবে॥ ভাঙ্গিয়া কহিনু ভাই কারে নাহি কবে ✽ ফিরোজ বলেন আমি কব কি লাগিয়া॥ কি লাভ হইবে মোর একথা কহিয়া ✽ কথায়২ দোন চলে এক সাথ॥ তৎপরে শাহাজাদা কহে এই বাত ✽ পেসাবের হাজত এখন হইল আমার॥ আমার আরজ এক শুন নামদার ✽ ধীরে২ আপনি চলিয়া যান আগে॥ পেসাব করিয়া আমি আসি শেষ ভাগে ✽ এ বলিয়া সীপাইকে আগে পাঠাইল॥ ফেরেব করিয়া সেই পিছেতে রহিল ✽ সীপাইর দিগেতে শাহা নজরে তাকায়॥ দেখে সে সীপাই আর দেখা নাহি যায় ✽ তৎক্ষণাৎ জমিনেতে গড়াগড়ি দিয়া॥ হইলেন বাঘ এক বেশ বদলিয়া ✽ হুঙ্কার মারিয়া বাঘ চলে মহাবেগে॥ যাইয়া পৌছিল সেই সীপাই নজদিকে ✽ হাউ হাউ শব্দ করি কাছে হৈল খাড়া॥

সীপাই দেখিয়া বাঘ হইল হুশহারা ✻ বেহুশের মত হইয়া পড়িয়া রহিল টাকার তোড়া লিয়া বাঘ ভাগিয়া চলিল ✻ কত দুরে গিয়া বাঘ বেশ বদলিয়া॥ হইয়া মানুষ রূপ যায় রাহা দিয়া ✻ হীন রিয়াজুদ্দীন কহে জোড় করি কর॥ অকুদ্ধ হইলে দোষ ক্ষমিবেন মোর ✻

ফিরোজ শাহার ঐ টাকা এক বাটপারে ছাপাইয়া রাখে ও ফিরোজ শাহা কৌশলে বাহির করে তাহার বয়ান।

ত্রিপদী ✻ সীপাইর সমাচার, হেথা না লিখিনু আর, শুন বলি চোর পণ্ডিতের কথা॥ চোর পণ্ডিত তাড়াতাড়ি, রাহে চলে দৌড়াদৌড়ি, দেরি নাহি করে যথাতথা ✻ এমতে চলিয়া যায়, তাহাতে দেখিতে পায়, সামনে পানির এক ঝিল॥ চোর পণ্ডিত টাকা লিয়া, সেখানে পৌছিল গিয়া, ঝিলের কাছে হইল দাখিল ✻ তাহাতে দেখিতে পায়, সেই ঝিলের কিনারায়, এক মর্দ্দ ছিপ হাতে লিয়া॥ বসি২ মৎস্য ধরে, গেল তার বরাবরে, তার কাছে খাড়া হইল গিয়া ✻ পুছিল তাহার ঠাঁই, কোন মৎস্য ধর ভাই, বুঝাইয়া কহনা আমারে॥ ছিপ ওয়ালা বলে ভাই, তাহার ঠিকানা নাই, বঁড়শী মধ্যে কত মাছে ধরে ✻ একথা শুনিয়া তার, চোর পণ্ডিত বাটপার, তার কাছে কহিতে লাগিল॥ গোসল করিব ভাই, কহি যে তোমার ঠাঁই, কাপড় মোর এখানে রহিল ✻ টাকার তোড়া ছিল হাতে, রাখে কাপড়ের সাথে, আপনি গোসল করে ঝিলে॥ ছিপ ওয়ালা বাটপার, এহাল দেখিয়া তার, আপনার মনে২ বলে ✻ এই মর্দ্দ বুঝি হেথা, রাখে কিছু মালমাত্তা, কাপড়ের নীচে ছাপাইয়া॥ যবে সেই ডুব দিল, সেই কাপড় উঠাইল, দেখে তাতে নজর করিয়া ✻ দেখিয়া টাকার তোড়া, মনে খুশী হৈল বড়া, তখন এই বুদ্ধি ঠাহরিল॥ ছিপ তার উঠাইয়া, তোড়ার মধ্যে লাগাইয়া, পুনর্ব্বার পানিতে ফেলিল ✻ ফিরোজ গোসল করি, উঠিলেন তাড়াতাড়ি, হাতে গিয়া ধরিল কাপড়॥ দেখিলেন টাকা নাই, মুখ হৈল কালি ছাই, মনে বড় হইল ফাপর ✻ পুছিল তাহার ঠাঁই, টাকার তোড়া নাহি পাই, তুমি কিছু জানো সমাচার এসে ছিল কোন চোরা, কে নিল টাকার তোড়া, জানিলে বাতাও হাল তার ✻ ছিপ ওয়ালা শুনি বাত, কহেন তাহার সাথ, বহুতর গোস্বা হইয়া মনে॥ তোমার টাকা রৈল কোথা, আমি মাছ ধরি হেথা, সেই কথা জানিব কেমনে ✻ নিজে যদি চোর হয়, অন্য লোকে চোর কয়, এই কথা ভবেতে প্রচার॥ চোর পণ্ডিত ইহা শুনে, দেল বিচে ভেবে গুণে, তারে কিছু না কহিল আর ✻ পুনর্ব্বার ঝিলে গিয়া, পানির মধ্যে ডুব দিয়া,

সুতা গিয়া তাহার ধরিল॥ পাইয়া টাকার ভোড়া, দেরি কিছু করে থোড়া, সেই তোড়া লইয়া উঠিল ✻ তটেতে উঠিয়া পরে, কহে ছিপ ওয়ালার তরে, টাকা আর না পাইব ভাই॥ নসীবে আছিল যাহা, রদ কে করিবে তাহা, খালি হাতে বাড়ী চলে যাই ✻ এতেক বলিয়া তারে, চলিল রাহের পরে, কত দেশ ছাড়াইয়া যায়॥ তার পরে হইল যাহা, মন দিয়া শুন তাহা, পয়ারে লেখিয়া যাই তায় ✻

চোর পণ্ডিত এক কৃষকের বাড়ীতে অতিথি হইয়া থাকে তাহার বয়ান।

পয়ার ✻ চোর পণ্ডিত চলে রাহে মন হরষিতে॥ দিবাগতে পৌছে এক কৃষক বাটিতে ✻ বিনয় বচনে কহে কৃষকের ঠাঁই॥ আপনার বাটিতে আমি থাকিবারে চাই ✻ কৃষক শুনিয়া তারে কহেন তখন॥ থাক মুসাফির মিয়া খুশী হইয়া মন ✻ একথা কহিয়া তারে খানা খিলাইয়া॥ ভিন্ন এক ঘরে তারে বাসা দিল নিয়া ✻ চোর পণ্ডিত সেই ঘরে যাইয়া পৌছিল॥ পাইয়া পবিত্র শয্যা বড় খুশী হইল ✻ তৎপরে কৃষকেরে কহে এই বাত॥ আমার আরজ এক শুন নেকজাত ✻ একখান থালি তুমি দেহ মোর হাতে॥ কোন এক কাম আমি করিব তাহাতে ✻ কৃষক তখন তারে থালি এনে দিল॥ চোর পণ্ডিত সেই থাল পানিতে ভরিল ✻ সেই যে থালির মধ্যে ছিকা লাগাইয়া॥ উপরে লটকায় তাহা হেকমত করিয়া ✻ সেই থালির বিচখানে রাখিলেন তোড়া॥ পড়িবে তামাম পানি লড়ে যদি থোড়া ✻ চোর পণ্ডিত এই মত হেকমত করিয়া আপনি তাহার নীচে রহিল শুইয়া ✻ কৃষকেরে জানাইল সব বিবরণ॥ আপনি তাহার নীচে করিল শয়ন ✻ চোর পণ্ডিতের কথা রহিল এখানে ছিপ ওয়ালার কথা কিছু শুন সর্ব্বজনে ✻ হীন রিয়াজুদ্দীন কহে জনাবে সবার॥ ভুল চুক মাফ দিবেন আমি কমিনার ✻

ছিপ ওয়ালা টাকা না পাইয়া আফসোস করিয়া বাড়ীতে যায়।

পয়ার ✻ ছিপ ওয়ালার কথা ভাই শুন মন দিয়া॥ একে একে কহি আমি বয়ান করিয়া ✻ যখন সে চোর পণ্ডিত তথা হইতে গেল॥ ছিপ ওয়ালা দেখি এয়ছা বড় খুশী হইল ✻ আপনার দেলে মর্দ্দ বুঝিল এয়ছাই॥ লইয়া টাকার তোড়া বাড়ী মধ্যে যাই ✻ এ বলিয়া ছিপ সেই তটে উঠাইল॥ ততক্ষণ খালি ছিপ দেখিতে পাইল ✻ টাকা না পাইয়া সেই করে হায়২॥ কেমনেতে টাকা লিয়া ভাগিল চোরায় ✻

ধন্য২ ধন্য তার আক্কেল উপর ॥ কেমনেতে নিল টাকা না জানি খবর ✻ সাত পাঁচ ভেবে মনে চলিল উঠিয়া ॥ আপনার বাটি মধ্যে পৌছিলেন গিয়া ✻ দেখিয়া পুছিল তারে তাহার রমণী ॥ মৎস্য না ধরিলে কেনে কহ দেখি শুনি ✻ শুনিয়া সে মর্দ্দ বলে শুনগো প্রিয়সী ॥ ঝিলেতে যাইয়া যবে মাছ ধরা বসি ✻ হেনকালে এক জন পৌছিল আসিয়া ॥ টাকার এক তোড়া সেই হাতেতে লইয়া ✻ গোসল করেন টাকা তটেতে রাখিয়া ॥ আমি সেই টাকা লিয়া রাখি ছাপাইয়া ✻ বড়শীতে গাঁথিয়া তোড়া রাখিলাম জলে ॥ নাহি জানি সেই টাকা নিল কোন কালে ✻ তাহার রমণী ধনী শুনি এই বাত ॥ গোস্বা হইয়া কহিতে লাগিল তার সাথ ✻ আক্কেল থাকিতে যার কামে পরে চুক ॥ যেই শুনে সেই দেয় শত২ থুক ✻ এত টাকা তোমার হাতে হইল কয়েদ ॥ কেমনে ছুটিল তাহা মনে রৈল খেদ ✻ তুমি আর এইক্ষণ না রহ বাড়ীতে শীঘ্র করি যাও তুমি তালাশ করিতে ✻ যেই খানে পাও তারে সেই খানে গিয়া ॥ যেই মতে পার টাকা আন ছিনাইয়া ✻ একথা শুনিল যদি সেই ছিপওয়ালা ॥ চোর ধরিবারে যায় হইয়া উতালা ✻ হীন রিয়াজুদ্দীন কহে পাচালি পয়ার ॥ মদন গঞ্জেতে হাল সাকিন যাহার ✻

ছিপওয়ালা ঐ টাকা চুরি করিয়া আনে তাহার বয়ান।

পয়ার ✻ ছিপওয়ালা চলিলেন রাহার উপর ॥ কি করিবে কোথা যাবে ভাবে নিরন্তর ✻ রাহাতে চলিয়া যায় না করে বিশ্রাম ॥ দিন গোজারিয়া গেল হইল নিমাশাম ✻ চোর পণ্ডিত যেই বাড়ীতে অতিথ আছিল ॥ সেই যে বাড়ীর কাছে যাইয়া পৌছিল ✻ চোর পণ্ডিত শুইয়া ছিল চেরাগ জ্বালিয়া ॥ ছিপওয়ালা গেল সেথা চেরাগ দেখিয়া ✻ পাইয়া বেড়ার ফাঁক চুপি তাতে দিল ॥ চোর পণ্ডিত শুইয়াছে দেখিতে পাইল উপরে ছিকার মধ্যে দেখিলেন থাল ॥ বুঝিলেন এই থানে রাখিয়াছে মাল ✻ কাটিয়া ঘরের কোণা প্রবেশিল ঘরে ॥ দেখিতে পাইল পানি থালের উপরে ✻ চোর পণ্ডিত আছিলেন নিদ্রাতে বিভোর ॥ উদ্দেশ না পায় তার ঘরে গেল চোর ✻ সেই যে পানির মধ্যে রাখিয়াছে তোরা নীচেতে শুইয়া আছে চোর পণ্ডিত চোরা ✻ হেকমত দেখিয়া তার ভাবে মনে২ ॥ থাল হইতে এই পানি ফেলিব কেমনে ✻ হেনকালে সেই খানে পাইল এক নল ॥ মনে২ বুঝিলেন পাইয়াছি কল ✻ ততক্ষণ সেই নল ধরিলেন জলে ॥ মুখের দ্বারায় জল ফেলে ভূমি তলে ✻

তৎপরে সেই তোড়া হাতেতে লইয়া॥ ছিপআলা সেথা হইতে চলিল ভাগিয়া * আপনার ঘরে মর্দ্দ যাইয়া পৌছিল॥ তাহার রমণী দেখি হাসিতে লাগিল * কেমনেতে এই টাকা আনিলে আপনি॥ বয়ান করিয়া তাহা কহ দেখি শুনি * ছিপওয়ালা একে২ কহিলেন সব॥ তাহার রমণী শুনি হইল তাজ্জব * হেনকালে পতি তার কহে এ বচন॥ আজি নিশি থাকিতে হইবে জাগরণ * কি জানি সে চোর আসি টাকা লিয়া যায়॥ তবেত টাকার দাগ রবে কলেজায় * এতেক বলিয়া তারা সজাগ রহিল॥ পয়ার ছন্দেতে রিয়াজুদ্দীন বিরচিল *

চোর পণ্ডিত সজাগ হইয়া টাকা না পাইয়া আফসোস করে ও
সেই টাকা ছিনিয়া আনে তাহার বয়ান।

পয়ার * এখানেতে চোর পণ্ডিত উঠিল জাগিয়া॥ থালের মধ্যে টাকা নাই তাজ্জব দেখিয়া * কি করিবে কোথা যাবে ভাবে মনে২॥ কোন চোরে নিল টাকা জানিব কেমনে * এতেক ভাবিয়া মনে হাতে লিয়া খরি॥ গনিয়া আপন মনে দেখে ঠিক করি * ধেয়ান করিয়া শেষে জানিতে পাইল॥ ছিপওয়ালা এই টাকা চুরি করি নিল * ততক্ষণ ঘর হইতে চলে নিকলিয়া॥ দেখিল তামাম বাড়ী তালাশ করিয়া * কত বস্তি কত গাঁও তালাশ করিল॥ ছিপওয়ালার বাড়ী শেষে যাইয়া পৌছিল * ছিপওয়ালা ঘরে আর তাহার রমণী॥ বসিয়া২ তারা পোহায় রজনী * সেই যে টাকার তোড়া রাখিয়াছে হাতে॥ কথা বাত্রা কহে তারা বসি এক সাথে * আওরত মরদ তারা কেহ নাহি শোয়॥ হাত হইতে টাকার তোড়া কোথায়ও না থোয় * তাদের ঘরেতে এক আছিল সন্তান॥ নিদ্রা হইতে জাগে সেই হইয়া পেরেশান * কহিতে লাগিল তার মাতাকে ডাকিয়া॥ পেসাব করিব আমি বাহিরেতে গিয়া * ছিপওয়ালা শুনি ইহা কহে রমণীরে॥ শিশুকে লইয়া তুমি না যাও বাহিরে * কিবা জানি চোর পণ্ডিত এখানে আসিয়া॥ টাকা লিয়া যায় ফের ঘরেতে সান্ধাইয়া * তবেত আফসোস রবে দেলের ভিতর॥ এ কারণে মানা করি ছাড়িবারে ঘর * শুনিয়া রমণী তার কহে গোস্বা ভরে॥ চোরের ডরেতে বুঝি বৈসে রব ঘরে * এতেক বলিয়া শিশু কোলেতে লইয়া॥ পেসাব করায় তারে বাহিরে আনিয়া * চোর পণ্ডিত দেখি ইহা আপনা নজরে॥ তখন ধরিল গিয়া শিশুর কোমরে * কোমরে ধরিয়া তারে লিয়া দৌড়দিল॥ বিপদ বুঝিয়া শিশু চিৎকার করিল * দেখিয়া শিশুর হাল জননী তাহার॥ বাঘে নিল বলি এক মারিল চিৎকার

ছিপওয়ালা দেখি ইহা বাহিরে আইল॥ শিশুর উদ্দিশে দোন দৌড়িয়া চলিল * এখানেতে চোর পণ্ডিত ঘরে তার গিয়া॥ লইয়া টাকার তোড়া চলিল ভাগিয়া * শিশুকে লইয়া তারা আইলেন ঘরে॥ টাকা না পাইয়া তারা হায়২ করে * ছিপওয়ালা বলে সে চোরের এই কাম॥ ধোকা দিয়া নিল টাকা নিমক হারাম * আফসোস করিয়া তারা ঘরেতে রহিল॥ চোর পণ্ডিত খুশী হৈয়া রাহেতে চলিল * হীন রিয়াজুদ্দীন ইহা কাতরেতে বলে॥ আমাকে করিবে দোয়া পাঠক সকলে *

চোর পণ্ডিত চুরি করিয়া বিবাহ করে তাহার বয়ান।

পয়ার * এখানেতে চোর পণ্ডিত যায় রাহা দিয়া॥ আপনা দেলেতে খুব হিম্মত করিয়া * দু-প্রহর হইল বেলা আসমান উপরে॥ হেনকালে দেখিলেন আপনা নজরে * বহুত লোকের ভির দেখিবারে পায়॥ একাএক শাহাজাদা সেই খানে যায় * এক লোকে ডাকিয়া পুছিল সমাচার॥ কোথা যাবে এই লোক বটে কোথাকার * রাহি লোক কহিলেন আমরা বরাতি॥ চলন লইয়া যাই জামাইর সঙ্গতি * ফলানা বাদশার বেটা নাম যে ফলানা॥ বিবাহ করিতে যায় করিয়া সাজনা * একথা কহিয়া ফের পুছেন শাহারে॥ আপনার কিবা নাম জাবে কোথাকারে * শাহাজাদা কহিলেন ভুতা মোর নাম॥ কেরমান শহরে হয় আমার মোকাম * এই কথা শাহাজাদা কহিল যখন॥ আপনার বেশ কৈল পাগল লক্ষণ * গায়ের পোষাক তার নাহি ছিল ভাল॥ ধুলা বালি লাগিয়া কাপড় ছিল কাল * এক জন কহে তারে ওহে ভুতা গাজি॥ ঘোড়ার লাগাম ধরি চল তুমি আজি * ভুতা বলে পারি আমি করিতে এ কাম॥ এ বলিয়া ধরিলেন ঘোড়ার লাগাম * কত দূর পথে২ চলিল এয়ছাই॥ হেনকালে এই কথা কহেন জামাই পায়খানার হাজত এখন হইয়াছে মোর॥ উতারিয়া দেহ মোরে এই জাগা পর * শুনিয়া তাহার তরে উতারিয়া দিল॥ পায়খানার হাজতে জামাই ময়দানে চলিল * ভুতাকে দিলেন সেই দামাদের পাছে॥ তুমি গিয়া নেঘাবানি কর তার কাছে * একথা শুনিয়া ভুতা পাছে চলে তার॥ পানির এক লোটা লিয়া হাতে আপনার * জামাই দেখিয়া তারে কহেন এয়ছাই॥ আমার পোষাক রাখ দিনু তেরা ঠাঁই * এ বলিয়া পোষাক তার তামাম খুলিল॥ ভুতার কাছেতে তাহা রাখিবারে দিল * ভুতা সে পোষাক নিজ গায়েতে পরিল॥ জামাইর মতন বেশ আপনা করিল * লস্করের বিচে গিয়া হইল উপস্থিত॥

ঘোড়াতে সওয়ার হইল যাইয়া ত্বরিত * সকলে দেখিয়া তারে পুছিতে লাগিল ॥ তোমার সাথের ভুতা সে কোথায় রহিল * জামাই ভুতা বলে সেই আসিতেছে পাছে ॥ পেসাব করিবে সেই দেরি কিছু আছে * তাহার লাগিয়া কিছু নাহি প্রয়োজন ॥ ত্বরিত চালাও ঘোড়া দেরী কি কারণ * জামাইর সাথেতে যত আছিল লস্কর ॥ বুঝিতে নারিল কেহ ভুতার মক্কর * আসল জামাই তারা পথেতে রাখিয়া ॥ শ্বশুর বাড়িতে গেল ভুতা জামাই লিয়া * যাইয়া দেখিল জমা বহুত লস্কর ॥ কাজি মুফতি মৌলবী মাওলানা বহুতর * চারিদিকে বসি আছে যত খাছ আম ॥ ভুতা গিয়া জানাইল সবাকে সালাম * জামাইর শ্বশুর যেই বাদশা নামদার ॥ জামাইকে বসাইল করিয়া পিয়ার * তৎপরে উকিল সাক্ষী দিল পাঠাইয়া ॥ আইন মাফিক শাদী দিল পড়াইয়া * মজলিসেতে বসা ছিল যত নেকজাত ॥ সকলে মাঙ্গেন দোয়া উঠাইয়া হাত * তৎপরে ভুতা জামাই বেশ বদলিয়া ॥ বসিল মজলিস পরে খুশীতে ভরিয়া * জামাইর সাথেতে যত লোকজন ছিল ॥ জামাইকে দেখিয়া সবে চিনিতে পারিল * এক জনে জিজ্ঞাসা করিল তার ঠাঁই ॥ তুমি যে করিলা বিয়া কোথা সে জামাই * শুনিয়া সে ভুতা গাজি জওয়াব নাহি করে ॥ শির ঝুকাইয়া সেই রহিলেন ডরে * বাদশার কাছেতে কেহ কহিলেন গিয়া ॥ আপনার বেটী দিলেন কার কাছে বিয়া * বাদশা শুনিয়া বাত হইল তাজ্জব ॥ এই কি বিষম কথা বড় অসম্ভব * আপনি চলিল শাহা দামাদ দেখিতে ॥ ভুতাকে দেখিয়া শাহা রহিল হয়রতে * ভুতার কাছেতে শাহা পুছিতে লাগিল ॥ কহ মিয়া বাড়ী কোথা ঠিক করি বল * ভুতা বলে বাড়ী মোর শহর কেরমান ॥ জালেনুস শাহা পিতা মোর মেহেরবান * পুছে শাহা এথা তুমি কেমনে আইলে ॥ চুরি করি বিয়া তুমি কেমনে করিলে * ভুতা বলে যত কিছু কুদরত আল্লার এখানে করিতে বিয়া শক্তি কি আমার * হীন রিয়াজুদ্দীন বলে ঠিক এই কথা ॥ নহে কি ভুতায় হয় বাদশার জামাতা *

চোর পণ্ডিত তাহার ভায়রার সাথে তকরার করে তাহার বয়ান।

পয়ার ছন্দ * ফিরেজের ভায়রা এক সেই খানে ছিল ॥ ফিরোজেরে এই কথা পুছিতে লাগিল * কোথায় নিবাস তেরা কিবা তেরা নাম ॥ চুরি করি কেমনে করিলে শাদী কাম * ফিরোজ বলেন আমার নাম হয় ভুতা ॥ একথা শুনিয়া তারে মারে কিল গুতা *

কেমনে করিলি বিয়া ওরে জুয়াচোর॥ চুরি করি বিয়া কর এত বড় জোর দাগাবাজি কাম কর কমজাত বেপীর * পয়জার মারিয়া তেরা উড়াইব শির * ফিরোজ বলেন তুমি বক কেন এত॥ তোমার মত লোক গণি পশমের মত * ফিরোজের ভায়রা বলে হইয়া অতি রাগ॥ চোর হইয়া কর তুমি এতেক দেমাগ * ভুতা বলে আমি যদি করিলাম চুরি॥ তোমাকে দেখাব আমি ইহার চাতুরি * তোমার বসতি হয় আজম শহর॥ যাদু জোরে জানি আমি তামাম খবর * তথাকার বাদশা তুমি জানিতে যে পারি॥ ঘরেতে বহিন তোমার পরমা সুন্দরী * রূপের রূপসী বিবী লজ্জাবতী নাম॥ চুরি করি তাহাকে করিব শাদী কাম * চোর প'ণ্ডিত নাম মোর ওরফেতে ভুতা॥ আমাকে চিনিবে যবে গালে খাবে জুতা * আর এক নাম মোর ফিরোজ বলিয়া॥ দোন কান লাল তোমার করিব মলিয়া * ফিরোজের ভায়রা যদি এ কথা শুনিল॥ আগুন সমান সেই গর্জ্জিয়া উঠিল * ভুতার ভায়রার নাম বাদশা মুজাফর॥ এ কথা শুনিয়া সেই কাঁপে থরে থর * বকাবকি দোন জনে করে গালাগালি॥ কোমর কাছিয়া পরে লাগে কিলাকিলি * আশে পাশে লোক যত এহাল দেখিয়া॥ দোন জনে ধরি তারা ছাড়ায় আসিয়া * দোহারি শ্বশুর যেই বাদশা নামদার॥ নিকটেতে আইল শুনিয়া শোর সার * কহিতে লাগিল ইহা দোহাকার তরে॥ নেগাহ করিয়া দেখ তকদিরের পরে * যাহার নসীবে আল্লা লিখিয়াছে যাহা॥ নেকী বদি যাহা করে না খণ্ডিবে তাহা * নহে কি আমার বেটী করে শাদী কাম আল্লার ভরসা আর তকদিরের আঞ্জাম * ইহাতে তোমরা কিছু না কহিবা আর॥ বেটীর নসীবে লেখা ছিল এ প্রকার * একথা শুনিয়া সেই বাদশা মুজাফর॥ শ্বশুরের কাছে কহে জুড়ে দোন কর * বাদশা হইয়া আপে কাজ করেন ভুল॥ চোর চোট্টা বাটপারের হন অনুকুল * এমন শ্বশুর বাড়ী থাকা নাহি চাই॥ আমাকে বিদায় দেন ঘরে চলি যাই চোরা জামাই লিয়া আপে থাকেন খুব খুশী॥ ঝগড়া করিয়া কেন হই আমি দুষি * একথা শুনিয়া সেই চোর পণ্ডিত কয়॥ তোমার বহিন চুরি করিব নিশ্চয় * যদি আমি এই কাম করিতে না পারি॥ চোর পণ্ডিত নাম তবে বৃথা আমি ধরি * মুজাফর এই কথা শুনিয়া তাহার॥ আপনার দেশে সেই হইল রাহাদার * কত দিনে পৌছে গিয়া আপনার ঘরে॥ হীন রিয়াজুদ্দীন কহে রচিয়া পয়ারে *

——০ঃ[*]ঃ০——

✽ চোর পণ্ডিত আজম শহরে যায় ও এক মাঝির সাথে চাতুরি করে ✽

পয়ার ✽ বাদশা মুজাফর যদি নিজ দেশে গেল ॥ শ্বশুর বাড়ীতে হেথা ফিরোজ রহিল ✽ আপনা বিবীর সাথে করে মিলামিল ॥ কোন বাতে গম নাই আনন্দিত দিল ✽ এই মতে কত দিন যায় গুজারিয়া ॥ তৎপরে কি হৈল শুন মন দিয়া ✽ এক দিন শাহাজাদা ভাবিয়া অন্তরে ॥ আরজ করিয়া কহে শ্বশুর হুজুরে ✽ আমার আরজ এক শুন আলম্পানা ॥ আজম শহরে যাব মনেতে বাসনা ✽ আপনি হুকুম দিলে ভাল খুব হয় ॥ বেগর হুকুমে যাওয়া মনাছিব নয় ✽ বাদশা শুনিয়া ইহা কহে ফিরোজেরে ॥ কি লাগিয়া যাবে তুমি আজম শহরে ফিরোজ কহেন তারে কহিয়াছি আমি ॥ তাহাকে দেখাব আমি আপনা মরদমি ✽ একথা শুনিয়া তারে কহে আলম্পানা ॥ আজমে যাইতে আমি করি তুঝে মানা ✽ ফিরোজ শুনিয়া ইহা কিছু নাহি কহে ॥ নিরব হইয়া এয়ছা কত দিন রহে ✽ আপনা মনের ভেদ নাহি কহে কারে ॥ চুপে২ এক দিন চলে রাহা পরে ✽ কারে কিছু না কহিয়া চলে নিকলিয়া ॥ কত দিন বাদে এক পাইল দরিয়া ✽ দরিয়ার কুলে বসি ভাবে মনে২ নাও কিস্তি ভুরা নাই তরিব কেমনে ✽ চোর পণ্ডিত এই মতে ভাবিতে আছিল ॥ হেনকালে খেওয়া ঘাট দেখিতে পাইল ✽ জয়ধর নামেতে মাঝি আছিল তথায় ॥ জেন্দেগী ভরিয়া তারা খেওয়া দিয়া খায় ✽ জয়ধরের পুত্র এক নৌকাতে আছিল ॥ নৌকা আনিয়া সেই ঘাটে লাগাইল ✽ সে পারেতে বাপ তার ভাত পাক করে ॥ এ কারণে বেটা তার ছিল নৌকা পরে ✽ ফিরোজ যাইয়া তার উঠিলেন নায় ॥ হেনকালে মাঝি তার খেওয়ার পয়সা চায় ✽ ফিরোজ বলেন দিব ও পারেতে গিয়া ॥ ত্বরিত চালাও নৌকা দেরি কি লাগিয়া ✽ পারেতে যাইয়া নৌকা যখন লাগিল ॥ জেবে হাত দিয়া এক কানা কৌড়ি দিল ডাক দিয়া মাঝির বেটা কহেন মাঝিরে ✽ এক কানা কৌড়ি বেটায় দিলেন আমারে ✽ মাঝি শুনিয়া তারে কহেন এয়ছাই ॥ জনপ্রতি একপণ কৌড়ি মোরা পাই ✽ তার মধ্যে এক কৌড়ি দিছে বেটায় কানা ত্বরায় লইয়া আস দেরি করিবা না ✽ তখন মাঝির বেটায় কৌড়ি নিয়া দিল ॥ মাঝি দেখিয়া তারে পুছিতে লাগিল ✽ এক কড়া কৌড়ি তুমি আন কি কারন ॥ শুনিয়া মাঝির বেটা কহেন তখন ✽ তোমার কথায় আমি আনি এক কৌড়ি ॥ এই কৌড়ি দিয়া বেটায় গেল দৌড়াদৌড়ি ✽

একথা শুনিয়া তারে কহিলেন মাঝি॥ দিনেতে আসিয়া বেটায় করে দাগাবাজি * আমি বলি পণ মধ্যে এক কৌড়ি কানা॥ বুঝিতে না পারি কিছু মক্কর বাহানা * ফেরেব দেখিয়া তারা বাপ বেটা দোহে॥ আফসোস করিয়া মনে হেট শিরে রহে * রিয়াজুদ্দীন বলে অমি ফিরি কত ঠাঁই॥ এই মত শঠ আমি কভু দেখি নাই * দিনেতে আসিয়া বেটায় করে গেল চুরি॥ সামনেতে করে জানি কতেক চাতুরি *

* চোর পণ্ডিত এক কাপড়িয়ার সাথে চাতুরি করে তাহার বয়ান *

ত্রিপদী * এখানে ফিরোজ শাহা, চলিল আজম রাহা, কতদূর যায় নিকলিয়া॥ বস্তি বস্তি গাঁয় গাঁয়, হামেশা চলিয়া যায়, রাহা পরে ইলাহী ভাবিয়া * এক কৃষকের বাড়ী, দেখিলেন সারি২, কদলীর গাছ বহুতর॥ মর্ত্তমাম কলার ছড়া এক, পাকিয়া যে আছিলেক, সেইকলা করে গিয়া দর * কৃষক দেখিয়া তায়, এক টাকা দাম চায়, শাহাজাদা দিলেন তখন সেই কলা লিয়া শিরে, চলিলেন ধীরে২, ময়দানেতে করিল গমন * ময়দানে রাখাল যত, খেলা করে নানামত, লাঠি দিয়া মারে তারা ছেল কলার ছড়া লিয়া মাথে, চলে শাহা সেই পথে, একাএক সেই খানে গেল * রাখালেরা দেখে তায়, হেসে২ কাছে যায়, কহে মিঞা কলা দেহ খাই॥ ফিরোজ শুনিয়া বাত, কহেন তাদের সাথ, তোমাদেরে কলা দিব নাই * কহেন রাখাল সবে, কলা কেন নাহি দিবে, কলা মোরা ছিনিয়া লইব॥ কলা নাহি দিলে মুঝে, মারিতে২ তুঝে, একেবারে বেহুশ করিব ফিরোজ শুনিয়া তবে, কহেন রাখাল সবে, কলা আমি খিলাব সকল॥ বাপ যদি বল মোরে, কলা দিব সবাকারে, শুনি তারা হাসে খল২ * রাখাল সকলে বলে, কলা খাব এই ছলে, এস মোরা বাপ ডাকি তারে॥ আমাদেরে কলা দিবে, তাতে বাপ না হইবে, কলা খাব হরিষ অন্তরে রাখাল সকলে মিলে, যুক্তি করে দেলে২, বাপ বলি ডাকিতে লাগিল॥ কহে ওগো বাবাজান, তুমি কলা কর দান, কলা খাইতে খাহেস হইল ফিরোজ শুনিয়া বাত, কলা দেয় হাতেহাত, খায় সবে খুশী হৈয়া মনে॥ কলা সবে মুখে দিয়া, দোন হাতে তালি দিয়া, আনন্দিতে নাচে জনে২ এই মতে কলা খায়, বাপ বলে ডাকে তায়, কলা আছে সবাকর হাতে॥ ফিরোজের পাছে২, সকলেতে চলিয়াছে, কলা খাইয়া নাচিতে কুদিতে এ মতে চলিয়া যায়, নজরে দেখিতে পায়, বড় এক আজিম বাজার॥

রাখাল সকলে লিয়া, বাজার ভিতরে গিয়া, বসে এক দোকান মাঝার
কাপড়ের দোকান পরে, বসিলেন শাহা বরে, দোকানিকে কহে এই বাত
রেশম পশম থোড়া, কাপড় কয়েক জোড়া, কত খানা চাই সাল বানাত
রাজা পাইর শাড়ী আর, চাই আমি জরিদার, আর চাই শাড়ী বানারসি
সালু নিল জামদানি, গান পাইর কত খানি, আর চাই চুন্দরী ফারসী *
দোকানি বলেন ভাই, যাহা চাহ দিব তাই, সব কাপড় আছে মোর
ঘরে॥ একথা বলিয়া পরে, কাপড় বাহির করে, দেখাইতে লাগে থরে২
দোকানি দেখায় যাহা, পছন্দ হইল তাহা, দোকানিকে কহেন তখন॥
একে২ দাম দর, একুনে হিসাব কর, টাকা দেই গনিয়া এখন * ফিরোজ
শাহার কাছে, সকল রাখাল আছে, বসিয়াছে দোকান উপর॥ বাপ
বলি ডাকে তায়, কেহ সেই কলা খায়, কেহ সেই দেখেন কাপড় *
দোকানি কহেন ভাই, পুছি যে তোমার ঠাঁই, ছেলে সব কি হয় তোমার
ফিরোজ বলেন ভাই, পুছিলে কহন চাই, এই সব ফরজন্দ আমার *
একথা কহিয়া পরে, কহে দোকানির তরে, টাকা মোর আছে নৌকা পরে
এসব ফরজন্দ মেরা, দোকানে রহিল তেরা, যাই আমি টাকা আনিবারে
কত টাকা হইয়াছে, কহনা আমার কাছে, সেই কথা করিয়া প্রকাশ॥
দোকানি কহেন ভাই, কহি যে তোমার ঠাঁই, টাকা দিবা এক শও
পঞ্চাশ * হিসাব শুনিয়া ফের, গাইট লিয়া কাপড়ের, শাহাজাদা হইল
বিদায়॥ দু-প্রহর গত হইল, ফিরে আর না আইল, রাখালেরা বাড়ীর
মধ্যে যায় * দোকানি দেখিয়া তাহা, তাহাদেরে বলে ইহা, কোথা
গেল বাপ তোমাদের॥ রাখালেরা শুনি বাত, কহে দোকানির সাথ,
কেটা জানে বাড়ী কোথা এর * মোরা তার কলা খাই, বাপ ডাকিয়াছি
তাই, এখন ফুরাইয়া গেছে কলা॥ কার বাপ হয় কেটা, কেবা কার হয়
বেটা, এখন ডাকিতে হবে শালা * আমরা রাখাল জাত, চলি ফিরি
এক সাথ, আমাদেরে ডরায় শয়তান॥ শয়তান না আসে ডরে, লাঠি
দিয়া মার্গ পরে, দেখাইয়া দেই পরীস্থান * দোকানি এবাত শুনি,
মনেতে প্রমাদ গুনি, তাহাদেরে কিছু নাহি কহে॥ আপনি করেছি চুক,
কার কাছে কহি দুঃখ, ইহা ভাবি হেট শিরে রহে * হীন রিয়াজুদ্দীন
বলে, নাহি দেখি ভূমণ্ডলে, চোরের এমন বাহাদুরী॥ বাহানা ফেরেব
কিয়া, টাকা পয়সা নাহি দিয়া, দিনেতে করিয়া গেল চুরি *

——০ঃ[*]ঃ০——

চোর পণ্ডিত আজম শহরে গিয়া বাদশা মুজাফর ও তাহার উজীরকে চিঠি দিয়া হুশিয়ার করে তাহার বয়ান।

পয়ার ※ এখানেতে শাহাজাদা যায় নিকলিয়া॥ লোকের কাছে জিজ্ঞাসিল কত দূর গিয়া ※ কি নাম দেশের এই বাদশা কেবা হয়॥ শুনিয়া সকল লোকে এই কথা কয় ※ এই শহরের নাম আজম শহর॥ শহরের মালিক হয় বাদশা মুজাফর ※ এথা হৈতে দুই কোশ দুর বাদশার বাড়ী॥ গিয়া দেখে দালান কত কোঠা সারি২ ※ ফিরোজ শুনিয়া বড় খুশী হইল মনে॥ মনে ভাবে কোন কাম করিব কেমনে ※ ইতি মধ্যে মনে২ ভাবনা করিয়া॥ লেখিতে লাগিল চিঠি কলম ধরিয়া ※ কাগজ আছিল সাথে খণ্ড২ করে॥ বহুতর চিঠি তাতে লেখে থরে২ ※ চিঠি বিচে এবারত লেখিল এয়ছাই॥ শুন মুজাফর শাহা তোমাকে জানাই চোর পণ্ডিত তেরা দেশে পৌছিল আসিয়া॥ হুশিয়ার গাফেলীতে না থাক বসিয়া ※ সাবধান কর তোমার যত লোকজন॥ আমার ধোকাতে যেন না পড়ে কখন ※ আমার যতেক কাম সব দাগাদারী॥ এ কারণে চিঠি দিয়া হুশিয়ার করি ※ এই মত এবারত চিঠিতে লেখিয়া॥ গাছে২ কত চিঠি দিল লটকাইয়া ※ কত চিঠি বিতরণ কৈল পথে ঘাটে॥ নদীর কিনারে আর কত রাস্তা মাঠে ※ চিঠিপত্র পাইয়া লোকে হাঁটে আর পড়ে॥ দেখিয়া চিঠির লেখা কাঁপে থরে থরে ※ কেহ২ বাদশাকে খবর দিল গিয়া॥ আজায়েব চিঠি কত রাহেতে পড়িয়া ※ কে জানি লেখিল চিঠি বুঝিতে না পারি॥ চোর পণ্ডিত নাম তার করিয়াছে জারি বাদশা বলে দেখি চিঠি দেহ মোর হাতে॥ পড়িয়া দেখিব আমি কি লিখেছে তাতে ※ ততক্ষণ সেই চিঠি শাহার হাতে দিল॥ চিঠি পড়িয়া শাহা মালুম করিল ※ শ্বশুর বাড়ী যার সাথে ঝগড়া আমার॥ আসিয়া পৌছিল বুঝি সেই বাটপার ※ একারণে চিঠি দিয়া হুশিয়ার করে॥ কাঁপিতে লাগিল শাহা চোর পণ্ডিতের ডরে ※ উজীর নাজির যত ছিল আপনার॥ সবাকারে জানাইল এই সমাচার ※ আপনা আপনি সবে হুশিয়ার রবে॥ নাহি জানি চোর পণ্ডিত দাগা দেয় কবে ※ শহরে বাজারে লোক হইল সাবধান॥ পথে ঘাটে কত শত রাখে নেঘাবান ※ এই মতে কত দিন যায় গোজারিয়া॥ তৎপরে কি হইল শুন মন দিয়া ※ হীন রিয়াজুদ্দীন কহে ইসলামী ভাষায়॥ দোওয়া করিবেন সবে রহিনু আশায় ※

চোর পণ্ডিত এক পোদ্দারের সাথে চাতুরি করে তাহার বয়ান।

পয়ার ✳ এখানেতে চোর পণ্ডিত কোনকাম করে॥ তাহার বয়ান কহি সবার গোচরে ✳ আজম শহর বিচে হাঁটিয়া বেড়ায়॥ কোনখানে কি করিবে ভাবে সে উপায় ✳ আচানক বুদ্ধি এক মনেতে করিল॥ শহরের মধ্যে দিয়া কান্দিয়া চলিল ✳ কান্দিতে দেখিয়া লোকে পুছে বিবরণ॥ কিহে মিঞা কান্দ তুমি কিসের কারণ ✳ কারে কিছু নাহি কহে কান্দে উভরায়॥ পোদ্দার দোকানে এক পৌছিল ত্বরায় ✳ পোদ্দার দেখিয়া তারে পুছে সু-যতনে॥ কি লাগিয়া কান্দ তুমি সজল নয়নে ✳ চোর পণ্ডিত বলে মোর টাকা নিল চোরে॥ এ কারণে কান্দি আমি শহরে২ ✳ পোদ্দার কহিল সেই কেমনেতে নিল॥ চোর পণ্ডিত শুনি তারে কহিতে লাগিল ✳ আপনি টাকার তোড়া রাখ এইখানে॥ তবে দেখাইতে পারি নিলেন কেমনে ✳ তখন পোদ্দার এক তোড়া সেথা আনে॥ কহিতে লাগিল তোড়া রাখিয়া সামনে ✳ এই দেখ তোড়া আমি রাখিয়াছি ভাই কেমনেতে নিল তাহা দেখিবারে চাই ✳ চোর পণ্ডিত গিয়া তখন ধরিলেন তোড়া॥ পোদ্দারের তরে কহে চেয়ে দেখ থোড়া ✳ এই মতে টাকা মোর চোরে নিয়াছিল॥ একথা কহিয়া তোড়া লিয়া দৌড় দিল ✳ পোদ্দার দেখিয়া ইহা চাহিয়া রহিল॥ আমার সাথেতে বুঝি মস্কারি করিল এতেক ভাবিয়া মনে ঘড়ি এক যায়॥ তোড়া নিয়া ফিরে নাহি আইল চোরায় ✳ শেষে গিয়া বিচারিল রাহাতে২॥ না পাইয়া চোর তারে জানিল মনেতে ✳ শহরেতে এই কথা হৈয়া 'গেল জারি॥ এক চোরে আসিয়া দিনেতে কৈল চুরি ✳ যেই শুনে সেই লোকে করে হায়২॥ এমন তাজ্জব কথা না শুনি কোথায় ✳ হীন রিয়াজুদ্দীন কহে শুন সবে ভাই॥ চোরের বাড়ীতে দালান কভু উঠে নাই ✳ ফেরে উনা ফেরে দুনা ফের করিয়া খায়॥ এক ফেরে আনে মাল তিন ফেরে যায় ✳

চোর পণ্ডিত এক হালওাইয়ের সাথে চাতুরি
করে তাহার বয়ান।

পয়ার ✳ পোদ্দার দোকানের টাকা চুরি করে নিয়া॥ তৎপরে কি করিল শুন মন দিয়া ✳ রাহা দিয়া হাঁটে আর ভাবে মনে২॥ যাইয়া পৌছিল এক হালওয়াই দোকানে ✳ হালওয়া দোকানে সব ছিল ভর পুর॥ জিলাফি পানতাওা খাজা লাডডু মতি চুর ✳ হালওয়াই ছিল সেই ভাত পাকাইতে॥ হালওয়াইর বেটা ছিল দোকান বিচেতে ✳ চোর পণ্ডিত গিয়া সেই দোকান মাঝার॥ খাইতে লাগিল মিঠাই হাতে আপনার

দেখিয়া হালওয়াইর বেটা লাগিল কহিতে॥ না কহিয়া মিঠাই তুমি খাইলে কিমতে ❊ কোথায় নিবাস তেরা কিবা তেরা নাম॥ কেমনে মিঠাই খাও নাহি দিয়া দাম ❊ ফিরোজ কহেন আমার নাম হয় মাছি॥ সকল দোকানের আমি মিঠাই খাইয়া বাঁচি ❊ হালওয়াইর বেটা যবে একথা শুনিল॥ তাহার বাপের কাছে যাইয়া কহিল ❊ মাছিয়ে মিঠাই খায় দেখনা আসিয়া॥ হালওয়াই শুনি ইহা হয়রান হাসিয়া ❊ মিঠাই মধ্যে বসা থাকে মাছি এক পোকা॥ কেমনে মিঠাই খায় ওরে বেটা বোকা ❊ হালওয়াইর বেটা যবে একথা শুনিল॥ শির ঝুকাইয়া সেই বসিয়া রহিল ❊ তৎপরে হালওয়াই ভাত পাক করি॥ দোকানেতে আসিয়া পৌছিল তাড়াতাড়ি ❊ দেখিলেন খাঞ্চা সব আধা২ খালি॥ এর মধ্যে ভরা খালি আছে এক থালি ❊ হালওয়াই জিজ্ঞাসিল বেটাকে ডাকিয়া॥ এত মিঠাই কি হইল কহ বুঝাইয়া ❊ হালওয়াইর বেটা বলে মাছিয়ে খাইয়াছে॥ সেই সমে কহিয়াছি আপনার কাছে ❊ হালওয়াই বলে সেই কেয়ছা সমাচার॥ সেই কোন মাছি বটে কেমন আকার ❊ হালওয়াইর বেটা বলে মাছি কভু নয়॥ মানুষে খাইয়াছে মিঠাই কহিনু নিশ্চয় ❊ কে তুমি মিঠাই খাও পুছি তার পাশ॥ মাছি বলি নাম তার করিল প্রকাশ ❊ তৎক্ষণ সেই কথা তোমাকে জানাই॥ দেলেতে ভাবিয়া দেখ মোর দোষ নাই ❊ হালওয়াই শুনি ইহা হইল চমৎকার॥ কোথা হইতে আইল জানি এমন বাটপার ❊ শুনিয়াছি চোর পণ্ডিত আসিয়াছে দেশে॥ মিঠাই খাইয়া সেই গেল চোরের বেশে ❊ পোদ্দার দোকানে টাকা করিয়াছে চুরি॥ আজিকা আমার সাথে করিল চাতুরি ❊ নাহি জানি চোরে মোরে করে কোন দশা॥ শেষেতে করিল মনে ইলাহী ভরসা হীন রিয়াজুদ্দীন কহে জনাবে সবার॥ গুণীগণে অপরাধ ক্ষমিবে আমার ❊

চোর পণ্ডিত জামাই বেশে উজীরের বাড়ীতে উপস্থিত হয়।

পঞ্চপদী ❊ চোর পণ্ডিত শহরে২, হাঁটে আর মনে বুদ্ধি করে॥ কোন কাম করি হেথা, কেমনে যাইব কোথা, আজি আমি যাব কার ঘরে এবলিয়া হাতে লিয়া খরি, গণিয়া দেখিল ঠিক করি॥ উজীরের এক বেটী রূপে গুণে পরিপাটি, সুন্দর জিনিয়া হুরপরী ❊ গোলগেন্দা নাম বটে তার, পহেলা সে যৌবন বাহার॥ ছোট কালে দিল শাদী, পতি তার হইল বাদী, দেখিতে না আসে একবার ❊ চোর পণ্ডিত জেনে হাল তার, দেলে২ ভাবে আপনার॥ দামাদের রূপ ধরি, যাব উজীরের বাড়ী, দেখি তারা কি করে আমার ❊ এবলিয়া পোষাক পড়িয়া, চলে অতি সাজন করিয়া॥

গিয়া উজীরের বাড়ী, পৌছিলেন তাড়াতাড়ি, নাম দিল জামাই বলিয়া * উজীর তাতে নাহি বাড়ী ছিল, হেনকালে যাইয়া পৌছিল॥ দেখিয়া উজীর জাদি, খুশী হইল যেন শাদী, জামাইকে বসিবারে দিল * দিন গিয়া হইল নিমাশাম, খাইবারে দিল আনি তাম॥ খানাপানি খিলাইয়া, পানের বাটা হাতে লিয়া, আসে বিবী গোলগেন্দা নাম * শালার বধু আসে তার সাথে, চোখে কাজল মিশি দিয়া দাঁতে॥ কনকের হুক্কা দিয়া, পেচনল লাগাইয়া, খাম্বিরার তামাক সাজে তাতে * কতমতে করেন মস্কারী, পুরুষ নিদয়া হয় বৈরী॥ যে ফুলের মধু খায়, তার পানে নাহি চায়, শ্বশুর বাড়ীতে রাখে নারী * ফিরোজ শুনিয়া ইহা কয়, আমি কভু সেই মত নয়॥ শ্বশুর বাড়ী দিয়া নারী, বেড়াইতে শ্বশুর বাড়ী, বল কার মনে নাহি লয় * একারণে আসি বেড়াইতে, তোমাদের জনাব দেখিতে॥ একথা শুনিয়া তারা, দিয়া খুব হাত লাড়া, হেসে২ লাগিল কহিতে * ঐ দেখ তোমাদের মন্দির, সেথা গিয়া চিত্ত কর স্থির॥ তোমার রমণী ধনী, যেছা মনি হারা ফনি, ঠাণ্ডা কর পিলাইয়া নীর * এ বলিয়া দোহাকারে লিয়া, দিল সেই ঘরে পৌছাইয়া॥ যখন পৌছিল ঘরে, দোছরা বিছানা পরে, শাহাজাদা রহিল শুইয়া * গোলগেন্দা কহেন তাহারে, শুন প্রিয় কহি যে তোমারে॥ আমি অভগীর চাই, তোমার মহব্বত নাই, একারণে নাহি চাও ফিরে * ছোট কালে করিয়াছ বিয়া, না দেখিলা বাড়ীর মধ্যে নিয়া॥ আমিত অবলা নারী, করি কত আহাজারি, তোমার লাগি ভাবিয়া২ চোর পণ্ডিত না দিল উত্তর, শুইয়া রহে করিয়া মক্কর॥ এহাল দেখিয়া বিবী, সাত পাঁচ মনে ভাবি, শেষে হইল নিদ্রায় বিভোর *

চোর পণ্ডিত উজীরের বেটীর নাক কাটিবার বয়ান।

পয়ার * দোন জন রহিলেন নিদ্রায় বিভোর॥ তৎপরে কি হইল শুন সে খবর * প্রহরেক রাত্র যবে আসমানেতে ছিল॥ হেনকালে চোর পণ্ডিত চেতন পাইল * আপনার দিলে২ ভাবে এইবাত॥ কেমনে চাতুরি আমি করি এর সাথ * ইতি মধ্যে বুদ্ধি এক মনেতে করিল॥ জেবেতে আছিল ছুরি নিকালিয়া লিল * দেখে সে রমণী আছে নিদ্রাতে বিভোর দাগাবাজি শুরু করে চোর পণ্ডিত চোর * সেই ছুরি হাতে লিয়া কাটে তার নাক॥ জীবনের আশা তার ঘুচিল বেবাক * উজীরের বেটির নাক যখন কাটিল॥ উহু২ করি ধনী কান্দিয়া উঠিল * কাটা নাকের আগা সেই হাতেতে লইয়া॥ ঘর হইতে চোর পণ্ডিক চলিল ভাগিয়া * উজীর থাকিয়া ঘরে শুনিবারে পায়॥ অন্য ঘরে বেটী তার করে হায় হায় *

উজীর জাদির কাছে কহেন উজীর॥ তালাশ করিয়া দেখ কি হইল বেটীর
উজীর জাদি শুনে কহে তুমি বুদ্ধি নাসা॥ কেমনে এমন কথা করিব
জিজ্ঞাসা * কতদিন পরে ঘরে আইল জামাই॥ সেই ঘরে তাদের করিয়া
দিছি ঠাঁই * যেমন দুহিতা মোর তেমন জামাতা॥ দোন জনে দেখিয়াছি
বহুত মমতা * কোন বাতে বেটী বুঝি করিয়াছে চুক॥ একারণে মনে
তার হইয়াছে অসুখ * শাস্তি সাজা কিছু বুঝি করিবারে পারে॥
একারণে বেটী মোর কান্দে উচ্চৈঃস্বরে * এই কথা দোন জনে কহিতে
আছিল॥ দেখিতে২ রাত প্রভাত হইল * সকলেতে যাইয়া পৌছিল
সেই ঘরে॥ দেখিল উজীরের বেটী গড়াগড়ি করে * তাহার পতিকে ঘরে
দেখিতে না পায়॥ বিপদ বুঝিয়া মনে করে হায়২ * কাটিয়াছে নাসা
তার জানিলেন হাল॥ লহুতে শরীর তার হইয়া গেছে লাল * উজীরের
বেটীকে শেষে পুছে ডাক দিয়া॥ কাটা গেল নাক তোমার কেমন করিয়া
উজীরের বেটী শুনি লাগিল কহিতে॥ আরাম করিয়া ছিনু পতির সঙ্গেতে
শেষ রাত্রে পতি মোর সজাগ হইয়া॥ কাটিল আমার নাক ছুরি হাতে
লিয়া * তৎপরে কোথা গেল না জানি খবর॥ গড়াগড়ি যাই আমি
বিছানা উপর * উজীর এসব কথা শুনিল যখন॥ আপনার দেলে ইহা
বুঝিল তখন * চোর পণ্ডিতের কথা শুনিয়াছি কানে॥ সেই বুঝি এই
কাম করিল এখানে * হায়২ কি করিব কি হবে উপায়॥ এত লাজে মুখ
আমি দেখাব কোথায় * লোকে যদি দেখে আমার বেটীর নাক কাটা॥
জনম ভরিয়া আমার কুলে হৈল খোটা * লোকেতে কহিবে আমার
দুরাচারি বেটী॥ একারণে লম্পটেরা নাক নিছে কাটি * বেটীর দামাদ
যদি শুনে এ খবর॥ কহিতে নানান কথা না হবে ছবর * আমার
বেটীকে সে কবে দুরাচারি॥ কার ঘরে আছে এমন নাক কাটা নারী *
জেন্দেগী ভরিয়া তারে না লিবে জামাই॥ এই বেটী লিয়া আমি কোন
খানে যাই * উজীর, উজীর জাদি দোন এক মিলে॥ এই সব কথা তারা
ভাবে দেলে২ * চোর পণ্ডিতের হাতে না বাঁচিব আর॥ কোন সমে
এসে জানি কি করে আবার * এই কথা দেশে২ হইয়া গেল জারি॥
দফা২ কত লোক আসে সারি২ * আসিতে লাগিল কত রমণীর পাল॥
বুল বুলি পাখীর মত পানে মুখ লাল * মধ্যে দেশে পরিয়াছে গরদের
শাড়ী॥ আর কত রঙ্গ ভঙ্গ লেখিতে না পারি * আমি বান্দা দীন
হীন গরীব লাচার॥ পুস্তক হইলে বড় ছাপাইতে ভার * একারণে
বেশী কথা মৌকুফ করিয়া॥ কেচ্ছা বুঝাইয়া যাই পয়ারে লেখিয়া *

এই কথা জারি হইল তামাম শহর॥ শুনিতে পাইল ইহা বাদশা মুজাফর কে জানি উজীরের বেটীর কাটিয়াছে নাক॥ তাজ্জব হইল লোকে মুল্লুকে বেবাক * বাদশা বলে আমার সাথে আছে তার আরি॥ নাহি জানি কোন দিন আসে আমার বাড়ী * এই মতে রহে শাহা চিন্তাযুক্ত মনে॥ চোর পণ্ডিতের কথা শুন সর্ব্বজনে * হীন রিয়াজুদ্দীন কহে জনাবে সবার॥ আল্লা২ বল ভাই পাইবে নিস্তার *

পুনরায় চোর পণ্ডিত বৈদ্য বেশে উজীরের বাড়ীতে উপস্থিত হয় ও উজীর জাদির নাক ও উজীরের বেটার বধুর নাক কাটে তাহার বয়ান।

পয়ার * চোর পণ্ডিত সেথা হইতে নিকলিয়া গিয়া॥ শহরে বেড়ায় মর্দ্দ খোশাল হইয়া * শহরেতে হাঁটে আর ভাবে মনে মনে॥ উজীরের বাড়ী ফের যাইব কেমনে * এতেক ভাবিয়া মনে কোন কাম করে॥ ফারা এক খাতা পাইল রাহার উপরে * সেই খাতার কাগজ দিয়া এক বই বান্ধে॥ পুরানা কাপড়ের এক ঝোলা লিল কান্ধে * লোহার চিমটা হাতে গলে মোটা মালা॥ মাথাতে পাগড়ী বান্ধে দিয়া ভালা ছালা * কপালে তিলক দিল খড়ি মাটী দিয়া॥ রাহেতে চলিয়া যায় সন্ন্যাসী হইয়া * আর সে নানান কথা কহিতে লাগিল॥ উজীরের বাড়ী গিয়া উপনীত হৈল * আঙ্গিনাতে খাড়া হইল জয় জয় বলি॥ ব্রাহ্মণ জানিয়া তার লয় পদ ধুলি * কোথা হইতে এলে বাবা সন্ন্যাসী ঠাকুর॥ সন্ন্যাসী বলেন আমার বাড়ী বহুদূর * আমার নিবাস হয় ব্রহ্মাণ্ড নগর॥ দেশে২ ফিরি আমি করিয়া সফর * রুম, শাম, বোগদাদ, পারশ্য, হলব॥ ইরান, তুরান আর বসরা, করব * জাবল, কাবুল আর কাশ্মীর, গিলান॥ এমন, আদান, চীন, দিল্লী পাকিস্তান * মেসের দামেস্ক আর শহর খোরাশানা॥ পরীস্থান দেশ আদি কুকাফ সীমানা * জিদ্দা, বোম্বাই আর করাচি যে নাম॥ গয়া, কাশী, কলিকাতা, মুল্লুক আসাম * বাঙ্গালা মুল্লুক মধ্যে আছে যত দেশ॥ তামাম দেখিয়া আমি করিয়াছি শেষ * কোন দেশ নাহি মোর দেখনের বাকী॥ ঠিক২ এই কথা না জানিবে ফাঁকি * অনেক রকম আমি গণা বাছা জানি॥ কত লোকের করি আমি মুস্কিল আছানি * হরেক রকম ঔষধ আছে মেরা সাথে॥ হরেক বিমার হয় আরোগ্য তাহাতে * পোড়া কাটা ঘাও আর বাও বাঘি যত॥ সমস্ত আরোগ্য করি নাম কব কত * শুনিয়া উজীর জাদি জোড়ে দোন কর॥ কহিতে লাগিল সেই সন্ন্যাসী গোচর *

শুন২ শুন বাবা সন্ন্যাসী ফকির॥ কে জানি কাটিল নাক আমার বেটীর ছোটকালে বেটী মোর দিছিলাম বিয়া॥ জামাই আসিয়া নাহি দেখে চুপি দিয়া * সেই দিন এক বেটায় বাড়ীতে আইল॥ জামাই বলিয়া মোরে পরিচয় দিল * জামাইর আকার তারে দেখিবারে পাই॥ খানা পিনা আপনার হাতেতে খিলাই * তৎপরে অন্য ঘরে দিনু তারে ঠাঁই॥ আমোদ প্রমোদে তথা রহে ঝি জামাই * আপনার ঘরে মোরা রহিনু শুইয়া॥ শেষ রাত্রে বেটী মোর উঠিল কান্দিয়া * যেমতে উজীর তারে জিজ্ঞাসা করিল॥ যেমতে উজীর জাদি উজীরে কহিল * সেই মতে গেল নিশি হইয়া প্রভাত॥ যেমতে কান্দিল তারা শিরে মারি হাত * যেই মতে জামাইকে না পায় ঢুড়িয়া॥ একে২ কহে সব বয়ান করিয়া * বেটীর তামাম হাল কহিল হুজুর॥ কি করি উপায় বাবা সন্ন্যাসী ঠাকুর * সন্ন্যাসী বলেন আমি জানি প্রতিকার॥ নাক কেটে দিতে এক হবে দোছরার * তোমার বেটীর নাকের মাপ আমি লিয়া॥ তাহার সঙ্গেতে দিব জোড়া মিলাইয়া * শুনিয়া উজীর জাদি লাগে কহিবার॥ বল দেখি নাক কেটে আনিব কাহার * সন্ন্যাসী বলেন যেই তোমার আপোস॥ তার নাক কাট গিয়া না হইবে দোষ * শুনিয়া উজীর জাদি বুঝিল এয়ছাই॥ এই কথা লিয়া আমি কার কাছে যাই * আমার বেটার বধু পরম সুন্দরী॥ এই কথা কব গিয়া তার হাতে ধরি এতেক ভাবিয়া মনে তার কাছে যায়॥ কহিতে লাগিল তারে মধুর ভাষায় * তুমিত বেটার বধু বেটীর সমান॥ আমার এক কথা রাখ ছাড়িয়া গুমান * তোমার ননদীর নাক কেটে নিল চোরে॥ তার এক হেতু কহে সন্ন্যাসী ঠাকুরে * অন্য এক নাক যদি দিতে পারি নিয়া॥ তবে সেই নাক পারে দিতে জোড়াইয়া * সন্ন্যাসী কহিল মোরে যে সকল কথা॥ নাক জোড়াইতে আমি নাক পাব কোথা * তুমিত বেটার বধু আইনু তোমার কাছে॥ রাখিলে আমার কথা মান মোর বাঁচে * অল্প আসে নাক যদি কেটে পার দিতে॥ আমার বেটীর নাক পারি জোড়াইতে * শুনিয়া বেটার বধু কহে এই বাণী॥ এমন তাজ্জব কথা কোথায় না শুনি * এক নাক কেটে দিল অন্য নাকে লাগে॥ এই কথা ঠিক বুঝি তোমার মনে জাগে * শাশুরী বলেন ইহা ঠিক হবে বটে॥ নহে কি কহিল বেটায় আমার নিকটে * কহিতে বলিতে বহু হইল কিছু রাজি॥ হাসিতে হাসিতে কহে শুনগো মামাজি * সন্ন্যাসীকে গিয়া তুমি কহিবে এয়ছাই॥ কাটিবে আমার নাক দুঃখ যেন না পাই *

শাশুরী বলেন দুঃখ না পাইবে তুমি॥ সেই খানে তোমার কাছে খাড়া রব আমি ✻ শাশুরী একথা কৈয়া দেলে হইয়া খুশী॥ যাইয়া পৌছিল যথা আছিল সন্ন্যাসী ✻ সন্ন্যাসীকে গিয়া সেই কহে এই বাত॥ আমার বেটার বধু বড় নেকজাত ✻ তাহাকে কহিনু আমি এই সমাচার রাজি হইয়াছে নাক কেটে দিতে তার ✻ সন্ন্যাসী বলেন তারে আন মোর কাছে॥ কি জানি হইলে দেরী ফিরে যায় পিছে ✻ তখন বেটার বধু কাছেতে আনিল॥ সন্ন্যাসী দেখিয়া তারে কহিতে লাগিল ✻ যখন ধরিব ছুরি তোমার নাকেতে॥ আহাঃ উহু লড়া চড়া নারিবা করিতে ✻ আমার কথা মতে নীরবে রহিবে॥ এক জারা কষ্ট তাতে তুমি না পাইবে ✻ একথা কহিয়া তার ধরিলেন নাকে॥ রিয়াজুদ্দীন বলে বধু ঠেকিছ বিপাকে ✻ নাকেতে ধরিয়া তার জোরে পোচ্ছ দিল॥ উহু২ করি বধু চিৎকার মারিল ✻ সন্ন্যাসী বলেন নাক হইয়া গেল নষ্ট॥ কিছু কাম না হইল বৃথা গেল কষ্ট ✻ অল্প আসে নাক তার কাটিয়া আনিল ফুকারিয়া এই কথা কহিতে লাগিল ✻ এই দেখ নাক তোমার হইয়া গেছে টেরা॥ এর মধ্যে এক জারা দোষ নাহি মেরা ✻ উজীরের বেটীকে কাছে বোলাইয়া নিল॥ কাটা নাক সেই নাকে লাগাইয়া দিল নাকের উপরে নাক লাগাইয়া দিয়া॥ কহিতে লাগিল ইহা বাহানা করিয়া ✻ এই দেখ এই নাক জোড়া নাহি লাগে॥ এই কথায় হুশিয়ার করিয়াছি আগে ✻ লড়িলে চড়িলে নাক ভাল নাহি হবে॥ বেশকম হইলে নাক জোড়া লাগে কবে ✻ আমি না পারিব এই নাক জোড়াইতে আমাকে বিদায় তুমি কর সেতাবিতে ✻ উজীরজাদি বলে বালা সন্ন্যাসী ঠাকুর॥ মোর নাক কেটে বেটীর দুঃখ কর দূর ✻ সন্ন্যাসী বলেন তুমি এস শীঘ্র করি॥ একথা কহিয়া নাকে লাগাইল ছুরি ✻ কিঞ্চিৎ তাহার নাক কাটিয়া আনিল॥ তাহাতে উজির জাদি কিছু না কহিল ✻ বেটীর দরদ ভারি হেট শিরে রহে॥ ভালা বুরা বাত আর কিছু নাহি কহে ✻ সন্ন্যাসী বলেন নাক কাটিয়াছে ঠিক॥ মাপেতে হইবে নাক ওজন মাফিক ✻ তুরিত তোমার বেটী আন বোলাইয়া ✻ ঠিক ঠাক করি নাক দেহ লাগাইয়া ✻ একথা কহিয়া ফের লাগিল কহিতে ✻ ঔষধের বাক্স আমি আনি নাই সাথে ✻ ঘাও সুখাইতে চাই যে সব মলম॥ ব্যবস্থা লেখিতে চাই দোয়াত কলম ✻ সমস্ত রহিছে আমার নৌকার উপর॥ লইয়া তুরিত করি আসিব আবার ✻ ভাঙ্গা এক ছাতি আর ঔষধের থলি॥ সেখানে রাখিয়া গেল নৌকা মধ্যে চলি ✻

রিয়াজুদ্দীন বলে সেই গেছে ফাঁকি দিয়া॥ তোমরা বসিয়া থাক কাটা নাক লিয়া ✻ আর না আসিবে চোরায় তোমাদের বাড়ী॥ ভাল মতে গেল সেই করিয়া চাতুরি ✻

উজীরের বাড়ীর হাল দেখিয়া লোকে আফসোস করে ও
চোর পণ্ডিতকে ধরিবার সন্ধান করে তাহার বয়ান।

পয়ার ✻ চোর পণ্ডিত গেল যদি চলিয়া নৌকায়॥ এখানে উজীর জাদি করে হায়২ ✻ লহুতে দোহার নাক হইয়া গেল লাল॥ কি করিবে কোথা যাবে কান্দিয়া বেহাল ✻ কাটিল বেটীর নাক সেই ছিল ভাল॥ এখন ঠেকিনু আর বিষম জঞ্জাল ✻ উজীর এসব কথা শুনিতে পাইল॥ সন্ন্যাসী আসিয়া নাক যেমত কাটিল ✻ তাদের কান্দনা আর যত শোরসার॥ আসিয়া জমিল লোক হাজার২ ✻ কাটা নাক দেখি লোকে হইল চমৎকার॥ বলে এই চোরের হাতে রক্ষা নাহি আর কোন সমে চোরায় জানি কারে করে খুন॥ কোথা হইতে এল জানি এমন দুস্মন ✻ উজীর নাজির আর বাদশা নামদার॥ কহা শুনা সকলেতে করে এ প্রকার ✻ চোর পণ্ডিতের হাতে হবে কি উপায়॥ ইহার জুলুমে হইল দেশে থাকা দায় ✻ ভাবিতে লাগিল তারা হইয়া এক সাথ॥ শেষেতে করিল তারা এই মোছলেহাত ✻ আজি রাত্রে কোতওয়াল রহিবে পাহারা॥ দেখিব কেমন করি আসে সেই চোরা ✻ শহরেতে ঠাঁই ঠাঁই চৌকিদার দিব॥ গলি কুচা কোন খানে বাকি না রাখিব ✻ গোস্বাভরে শাহা তবে করিল হুকুম॥ ধরিয়া আনিবা তারে করিয়া জুলুম ✻ ভাল মতে দেখা চাই কেয়ছা দাগাবাজ॥ কেমনেতে করে সেই দাগাবাজি কাজ ✻ জামাই হইয়া নাক কাটে উজীরের বেটীর॥ বৈদ্য হইয়া কাটে নাক উজীর জাদির ✻ উজীরের বেটার বধুর নাক কাটি নিল॥ এমন দুর্জ্জন চোর কোথায় আছিল ✻ আমার শহরে করে এত দাগাবাজি॥ মানি লোকের মান মারে এয়ছা বেলেহাজি ✻ দেলে ডর নাহি তার মারা যাবে জানে॥ এথাকার বাদশা আমি নাহি শোনে কানে ✻ আপান নওকর লোকে করিল ফরমান॥ পাহারা থাকিবে খুব হইয়া সাবধান ✻ ধরিবারে পারি যদি দিব তারে শূলে॥ আল্লা চাহে বিনাশ করিব পাতে মূলে ✻ এখানেতে করে তারা এই কারবার॥ চোর পণ্ডিতের কথা শুন সমাচার ✻ হীন রিয়াজুদ্দীন কহে জনাবে সবার ত্রিপদীতে লিখি কিছু ছাড়িয়া পয়ার ✻

রাত্রিকালে কোতওয়াল পাহারা থাকে ও তাহাকে চোর পণ্ডিতে
ধরিয়া হাতে পায়ে বন্ধন করে তাহার বয়ান।

ত্রিপদী ※ চোর পণ্ডিতের কথা, ত্রিপদীতে লিখি হেথা, শুন কহি বয়ান তাহার॥ উজীরের ঘরে গিয়া, দাগাবাজি কাম কিয়া, হইল মর্দ্দ আনন্দ অপার ※ শহরে বেড়ায় আর, দেলে ভাবে আপনার, দেখি তারা কোন কাম করে॥ হাত পরে খরি লিয়া, জমিতে দাগ দিয়া, গণিয়া সে দেখিল অন্তরে ※ রাত্র হইবে যবে, কোতওয়াল পাহারা দিবে, চোর পণ্ডিত ধরিবার তরে॥ গলি কুচা শহরের, সীপাই রহিবে ঢের হাঁটিবেন শহরে২ ※ চোর পণ্ডিত জানি বাত, আপনা দেলের সাথ, মোছলেহাত করিল এয়ছাই॥ নিজ বেশ বদলিয়া, রমণীর বেশ কিয়া, হইল মর্দ্দ রমণী যেয়ছাই ※ পিন্দে বানারসী শাড়ী, কি বাহার আহা মরি, গায় দিল কুরতা গোলবদন॥ হাটন চলন তার, যে দেখে সে চমৎকার, রসিকের মন উচাটন ※ সোনার ডায়মণ্ড ফুল, দশ পনর টাকা মূল, পরিলেন উপর নাকেতে॥ দাঁতেতে দিলেন মিসি, কোমরেতে আউলা কেশি, চন্দ্রহার তাহার সঙ্গেতে ※ নাকেতে বোলাক ঝুলে, নিঃশ্বাসে হেলে ঢুলে, নীচে গাঁথা ছোট২ মতি॥ প্রতি দমে লড়ে চড়ে, এক যায় না ঠাহরে, ঝলকিতেছে তাহার জ্যোতি ※ আপনা মনের মত, পিন্দিল জেওর কত, কাঁকইতে চিরি মাথার চুল॥ বাঙ্কিল লোটন খোপা, জাদ লহর মতির ঝোপা, মালঞ্চা মালতি বেল বকুল ※ গোলাপ গেন্দা গোলাপিনি, সন্ধা রাণী গোল কামিনী, খোশ বাসি ফুলের লহর॥ গাঁথিয়া খোপায় রাখে, ফুল তৈল শিরে মাখে, কাপড়েতে গোলাপ আতর ※ আর যত অলঙ্কার, সকল লেখন ভার, লেখিতে পুস্তক হয় ভারি॥ গরীব করিছে সাঁই, লেখিতে ফোরছত নাই, একারণে লেখিতে না পারি ※ লেখিবারে মনে চায়, লেখিলে লেখন যায়, বেশী কথা লেখে নাহি ফল॥ টাকা যদি নাহি মিলে, আফসোস রহিবে দেলে, মেহন্নত যাবে রসাতলে ※ এই মত সাজ করি, ময়ুর পেগম ধরি, রহিলেন খুশী হইয়া মনে॥ রাত্র হইল যবে, কোতওয়াল যাইয়া তবে, পাহারাতে খাড়া হইল রওনে ※ বহুত সীপাই আর, রহিলেন চৌকিদার, শহরেতে হাঁটিয়া বেড়ায়॥ চোর পণ্ডিত খুশী মনে, নেকলিল ততক্ষণে, চুপে চুপে রাহা দিয়া যায় ※ কোতওয়াল আছিল যেথা, চোর পণ্ডিত গিয়া সেথা, কহিতে লাগিল এই বাণী॥ আর অভাগিনীর তরে, কেহনা জিজ্ঞাসা করে, ঘটিছে বিষম পেরেশানী

কোতওয়াল শুনিয়া বাত, চোর পণ্ডিতের সাথ, পুছিলেন এই বিবরণ॥ কেটা তুমি কোথা বাড়ী, তুমিত রূপের নারী, এখানে আইলে কি কারণ ❋ শুনি কহে সে কামিনী, আমি বড়ই দুঃখিনী, জ্বলি সদা দুঃখের আগুনে॥ আমার সোয়ামী মরে, দেখিবারে নাহি পারে, জুলুমেতে না বাঁচি পরাণে ❋ পাইয়া বিষম কষ্ট করিলাম জাতি নষ্ট, ঘর হইতে চলি নেকলিয়া॥ ভিন্ন পুরুষের সাথে, ভাগিয়া আইনু রাতে, সেই মর্দ্দ চলে মোরে লিয়া ❋ এনে মোরে এ শহরে, কোথা গেল সে বর্ব্বরে, ভালা বুরা কহিতে না পারি॥ কি করিব কোথা যাই, দিশা কিছু নাহি পাই, আমি বটে বেগানার নারী ❋ সোয়ামীর ঘর কোথা, কেমনে যাইব সেথা, সেই খানে কেবা লিয়া যায়॥ আমার বাপের বাড়ী, যাইবার নাহি পারি, ঠেকিয়াছি বিষম ঠেকায় ❋ কোতওয়াল শুনিয়া বাত, কহে সে নারীর সাথ, চল তুমি আমার বাড়ীতে॥ খানা পিনা কোন বাতে, কষ্ট না পাইবে তাতে, রবে সদা মন হরষিতে ❋ চোর পণ্ডিত কথা শুনি, ছাড়িয়া চোখের পানি, কহিতে লাগিল এই কথা॥ তুমি যদি দয়া কর, যাইব তোমার ঘর, আমার প্রতি রাখিবে মমতা ❋ যদি কর মেহেরবানী, আমার যৌবন খানি, তোমাকে করিব সমর্পন॥ জীবন যৌবন মোর, দিনু তেরা হস্তপর, এই কথা না হবে লঙ্ঘন ❋ কোতওয়াল শুনিয়া বাণী, দূরে গেল পেরেশানী, কহিতে লাগিল এইমতে॥ দেখিয়া তোমার তরে, প্রাণ মোর না ঠাহরে, চল ধনী আমার বাড়ীতে ❋ একথা শুনিয়া নারী, মক্কর ফেরেব করি, কোতওয়ালেরে কহেন তখন॥ এই শহরেতে লিয়া, আমারে সায়ের কিয়া, দেখাও এই শহর কেমন ❋ শহর দেখিতে মেরা, খায়েস হইল বড়া, একারণে আরজ গুজারি॥ কোতওয়াল কহেন তায়, যাহা তোমার মনে চায়, সে কামেতে না হইবে দেরী ❋ এতেক বলিয়া বাত, নারীকে লইয়া সাথ, শহরেতে হাঁটিয়া বেড়ায়॥ শহরে বাদশার বাড়ী, দালান কোঠা সারি২, একে২ তাহাকে দেখায় ❋ চোর পণ্ডিত হাঁটে আর, দেলে ভাবে আপনার, তাতে এক বুদ্ধি ঠাহরিল॥ বনের এক ফুল লিয়া, বেহুশের দারু দিয়া, শুঙ্গিবারে তার হাতে দিল ❋ কোতওয়াল সুঙ্গিয়া ফুল, হারাইয়া দোন কুল, হোশগোশ না রহিল তার বেহুশ হইয়া রয়, নাকে মাত্র দম বয়, পড়ে রহে যেমন মুরদার ❋ চোর পণ্ডিত দুরাচারে, পায়ে বান্ধে তার তরে, ভালমতে মজবুত করিয়া হাতে দিল হাত কড়ি, পায়ে তার দিল বেড়ি, গলে দিল জিঞ্জির তুলিয়া

হোশ দারু দিয়া পরে, তাহাকে চেতন করে, জমি পরে ধরিয়া বসায় ॥ চোর পণ্ডিত দুরাচার, দুই কান মলে তার, কোতওয়াল করেন হায়২ * চোর পণ্ডিত কহে তারে, তুমি নাহি চিন মোরে, আমি সেই চোর পণ্ডিত বটে ॥ আরি করে মোর সাথে, কেহনা বাঁচিবে তাতে, দেখ আর কত কষ্ট ঘটে * একথা কহিয়া তারে, রাখিয়া রাস্তার ধারে, কহিতে লাগিল এই বাত ॥ তুমি থাক এই ঠাঁই, আমি তোমার ঘরে যাই, রঙ্গ রসে কাটাইব রাত * কোতওয়াল এ কথা শুনি, মনেতে প্রমাদ গুনি, কান্দিতে লাগিল জারেজার ॥ হীন রিয়াজুদ্দীন বলে, ঠেকিয়া নারীর কলে, আখেরেতে বন্দখানা সার *

চোর পণ্ডিত কোতওয়ালের বাড়ীতে যায় ও
চাতুরি করে তাহার বয়ান।

পয়ার * চোর পণ্ডিত সেথা হইতে বিদায় হইয়া ॥ কোতওয়ালের বাড়ী মধ্যে পৌছিলেন গিয়া * ঘরের কাছেকে গিয়া দিল এক ডাক ॥ কোতওয়ালের জরু শুনি হইল সজাক * কোতওয়াল আসিছে বলি মনেতে ভাবিল ॥ ততক্ষণ এই কথা জিজ্ঞাসা করিল * শহরেতে গিয়াছিলে ফিরিবার রাওন ॥ খাড়া খাড়া ফিরিয়া আইলে কি কারণ * চোর পণ্ডিত বলে আমি পাহারাতে যাই ॥ শহরেতে চোর চোট্টা দেখিতে না পাই * গলি গলি হাঁটিলাম তামাম শহরে ॥ চোর পণ্ডিত কারে বলে না দেখি নজরে * পাহারা থাকিয়া কিছু নাহি দেখি কাম ॥ একারণে আসিলাম আপনা মোকাম * শীতবানে বাতাসে টিকিতে নাহি পারি ॥ ত্বরায় কেওাড় খোল ঘরে এসে পরি * কোতওয়ালের জরু ছিল না পারে বুঝিতে ॥ তখন সে এই কথা লাগিল পুছিতে * তুমি সে কোতওয়াল নাকি বুঝিতে না পারি ॥ চোর পণ্ডিত শুনি ইহা রাগ হইল ভারি * আমি সে কোতওয়াল বটে না চিন আমারে ॥ এমন নাদানী কথা কহ কি প্রকারে * এই কথা চোর পণ্ডিত যখন কহিল ॥ কোতওয়ালের মত বেশ আপনা করিল * কোতওয়ালের জরু তারে ঘর মধ্যে নিল ॥ আপনার পতি যেছা নজরে দেখিল * কথা বার্ত্তা কহিতে লাগিল দুই জনে ॥ নীরব হইল বিবী চিন্তা নাহি মনে * কিন্তু তার মনেতে পড়িল এক চিহ্ন ॥ কোতওয়ালের শব্দ হইতে শব্দ কিছু ভিন্ন * আপনাকে আপনি হইল হুশিয়ার ॥ খাট হইতে বসে গিয়া হইয়া কিনার * চোর পণ্ডিত পুছিলেন তাহার নিকটে ॥ আমার কাছেতে কেন না রহিলে খাটে * বিবী বলে তবিয়ত ঠিক নাহি মোর ॥

মাথা ব্যথায় হইয়াছি বহুত কাতর * এ বলিয়া দুই তিন বান্দীকে ডাকিয়া॥ তাহার খেদমতে দিল হাজির করিয়া * বান্দী দাসী পাইয়া সেই চোর পণ্ডিত চোরে॥ হাসি ঠাট্টা বাত চিত কত মতে করে * তৎপরে গেল রাত্র প্রভাত হইয়া॥ সেখান হইতে চোরায় চলিল ভাগিয়া কোতওয়ালের জরু যদি শুনে এই বাত॥ ভাবিতে লাগিল ধনী গালে দিয়া হাত * এই মর্দ্দ স্বামী মোর নহে কদাচিৎ॥ কোতওয়াল হইলে কেন ভাগিল ত্বরিত * আল্লাতালা অনুকুল আমার আছিল॥ একারণে এর হাতে ইজ্জত বাঁচিল * রিয়াজুদ্দীন বলে যার ঠিক আছে মন॥ তাহার উপরে কষ্ট না ঘটে কখন * দুনিয়াতে যেই লোক বেঈমান বটে আখেরে বেঈমান সে খোদার নিকটে *

কোতওয়ালের হাল লোকে দেখিয়া আফসোস
করে তাহার বয়ান।

পয়ার * যখনেতে রাত্র গেল হইয়া প্রভাত॥ কোতওয়ালের কথা হৈল মুল্লুকে সোহরাত * কে জানি কোতওয়ালের ঘরে রাত্রে এসে ছিল॥ রাত্র প্রভাতে সেই নেকলিয়া পেল * কোতওয়ালের তরে ঘরে দেখিতে না পায়॥ কোতওয়ালের জরুর কাছে পুছেন সবায় * কোতওয়াল ঘরেতে নাহি দেখি কি কারণ॥ কোতওয়ালের জরু শুনি কহে বিবরণ * রাত্রেতে কোতওয়াল যবে পাহারাতে গেল॥ কে জানি কোতওয়ালের মত ঘরেতে আইল * কোতওয়ালের মত তারে দেখিবারে পাই॥ কিন্তু না পাইনু তার আওয়াজ তেছাই * নজর করিয়া তারে দেখি শিরে পায়॥ ঠিক ঠাক কোতওয়ালের মত দেখা যায় * আমি তারে জিজ্ঞাসা করিনু কত মতে॥ কোতওয়াল বলিয়া কহে সেই কমজাতে * তার কথা মোর মনে না হয় বিশ্বাস॥ হুশিয়ার হইয়া আমি থাকি এক পাশ * বান্দী দাসী দিনু আমি তাহার খেদমতে॥ অন্য খাটে গিয়া আমি থাকি পুসিদাতে * বান্দী দাসী নিয়া সেই পান তামাক খায়॥ যেই মতে যেই হাল করিল চোরায় * একবারে শুরু হইতে আখের তক লিয়া॥ তামাম কহিল বিবী বয়ান করিয়া * রাত্র প্রভাতে যেয়ছা নিকলিয়া গেল॥ শুনিয়া সকল লোক তাজ্জব হৈল * কোতওয়ালের তালাশে লোক চলে ধাওা ধাই॥ চল দেখি কোতওয়াল রহিল কোন ঠাঁই * এতেক বলিয়া সবে তালাশেতে যায়॥ হেনকালে কোতওয়ালেরে দেখিবারে পায় * রাহার কিনারে দেখে পড়িয়া কোতওয়াল॥ বেহুশের মত আছে হইয়া বেহাল

হাত পাও বান্ধিয়াছে জিঞ্জিরে লোহার॥ গলাতে জিঞ্জির দেওয়া দেখিলেন আর ✻ কোমরের সাথে গলা বান্ধিয়াছে টানি॥ বেকা হইয়াছে যেয়ছা তীরের কামানি ✻ সে কালে শীতের দীন ছিল মাঘ মাস॥ উত্তর হইতে আসে শীতল বাতাস ✻ রাহা মধ্যে আছে সেই হইয়া কাতর॥ শীতে বানে বাতাসে কাঁপেন থরে থরে ✻ এহাল দেখিয়া সবে জিজ্ঞাসা করিল॥ কিহে মিয়া এই হাল কেমনে হইল ✻ কোতওয়াল শুনিয়া ইহা লাগিল কহিতে॥ যেই মতে এসে ছিল পাহারা ফিরিতে ✻ যেমতে রমণী এক আসিয়া পৌছিল॥ যেমতে আপনা হাল বয়ান করিল ✻ যেমতে কোতওয়াল আপে আশক হইল॥ যেমতে শহর সেই দেখিতে চাহিল ✻ যেমতে কোতওয়াল তারে দেখায় শহর॥ যেই মতে ফুল দিল তার হাত পর ✻ যেই মতে ফুল শুঙ্গি বেহুশ হইল॥ হোশ দারু দিয়া যেয়ছা চেতন করিল যেই মতে হাতে পায় লাগায় জিঞ্জির॥ একে একে কহে সবে করিয়া জাহির ✻ আমার বাড়ীতে শেষে গেলেন চলিয়া॥ এখানেতে আছি আমি রাহায় পড়িয়া ✻ এই হাল ঘটিয়াছে উপরে আমার॥ শুনিয়া সকলে করে আফসোস হাজার ✻ কোতওয়ালের বাড়ীর কথা শুনাইল তারে॥ কোতওয়াল শুনিয়া ইহা কান্দে জারে জারে ✻ কোতওয়ালের তরে শেষে বন্ধন খুলিয়া॥ আপনার ঘরে সবে আইল লইয়া ✻ রিয়াজুদ্দীন কহে যেই লালচ করিবে॥ কোতওয়ালের মত সেই বিপদে পড়িবে ✻

বাদশা মুজাফর নিজে পাহারা থাকে ও চোর পণ্ডিত তাহার
সাথে চাতুরি করে তাহার বয়ান।

পয়ার ✻ কোতওয়ালের হাল দেখি সবে চমৎকার॥ বলে এই চোর হাতে বাঁচা হইল ভার ✻ বাদশা মুজাফর যদি শুনে এ খবর॥ আসমান পড়িল যেয়ছা শিরের উপর ✻ ভাবিতে লাগিল শাহা কি করি উপায়॥ না জানি নসীবে কিবা লেখিছে খোদায় ✻ এতেক ভাবিয়া শাহা লোকজন লিয়া॥ বুদ্ধি এক ঠাহরিল পছন্দ করিয়া আজি রাত্রে পাহারাতে নিজে যাব আমি॥ দেখিব কেমনে সেই করেন চোট্টামী ✻ ধরিবারে পারি যদি হেকমত করিয়া॥ চোট্টামীর সাধ তার দিব মিটাইয়া ✻ একথা শুনিয়া যত উজীর নাজির॥ কহিতে লাগিল ইহা বাদশার হাজির ✻ শুন বাদশা আলম্পানা কহি জনাবেতে॥ পাহারা থাকিবে খুব পুসিদার সাথে ✻ কোনমতে চোরায় যেন দেখিতে না পায়

সাবধান হইয়া খুব রবে পুসিদায় ✻ বাদশা শুনিয়া বলে কমি না করিব যেই মতে পারি তারে ধরিয়া আনিব ✻ এই ছল্লা করি তারা রহে মনে২ চোর পণ্ডিতের কথা শুন সর্ব্বজনে ✻ চোর পণ্ডিত এই হাল জানিল তামাম॥ ভাবিতে লাগিল সেই করি কোন কাম ✻ ইতি মধ্যে বুদ্ধি এই মনেতে করিল॥ জালুয়ার বাড়ী এক যাইয়া পৌছিল ✻ জালুয়ার কাছে গিয়া কহে এই হাল॥ আমার খায়েস আছে কিনিবারে জাল ✻ ঝাকি জাল আছে কিনা তোমাদের বাড়ীতে॥ থাকিলে এক খানা জাল দেহ সেতাবিতে ✻ যা হয় উচিত মূল্য লেহনা বুঝিয়া॥ জালুয়া সকলে বলে একথা শুনিয়া ✻ আমাদের বাড়ী বটে আছে ঝাঁকি জাল॥ জাল বিক্রী কাম মোরা করি হামেহাল ✻ ততক্ষণ জাল আনি দেখাইল তারে॥ চারি সইয়া জাল এই কহিনু তোমারে ✻ ঠিক ঠাক জালের মধ্যে আছে সব কাঠী॥ চারি টাকা দাম তার কহিলাম খাটি ✻ যদি জাল লেহ তুমি চারি টাকা দিবে॥ হইলে ইহার কম নিতে না পারিবে চোর পণ্ডিত ততক্ষণ চারি টাকা দিল॥ সেথা হইতে জাল লিয়া বিদায় হইল ✻ বাদশার বাড়ীর কাছে ছিল এক ঝিল॥ সেখানে যাইয়া চোরায় হইল দাখিল ✻ পুরানা কাপড় নিল শ্মশান হইতে॥ পিন্দিয়া চলিল সেই জাল লিয়া হাতে ✻ আর এক কাপড় লিয়া মাথায় বান্ধিল॥ ঝিলেতে যাইয়া জাল ফেকিয়া মারিল ✻ চোর পণ্ডিত ঝিলে যবে উপনীত হয়॥ সেই সমে রাত্র ছিল নয়টার সময় ✻ এখানেতে চোর পণ্ডিত ঝিলে বায় জাল॥ মন দিয়া শুন বলি বাদশার হাল ✻ এখানেতে জাহাঁপানা ঘোড়ায় চড়িয়া॥ শহরেতে নিকলিল পাহারা লাগিয়া ✻ চোর পণ্ডিত যেই খানে ঝাঁকি জাল বায়॥ সেই খানে দিয়া শাহা আসে আর যায় ✻ বারে২ এই মতে আসা যাওয়া ছিল॥ চোর পণ্ডিতের তরে দেখিতে পাইল ✻ তখন পুছেন শাহা চোরের গোচরে॥ কেটা তুমি জাল বাও এই ঝিল পরে চোর পণ্ডিত বলে মোর জাল বাসি নাম॥ এই ঝিল মধ্যে করি মাছ ধরার কাম ✻ বাদশা বলেন তুমি কহ রাছ বাত॥ দেখা হইয়াছে কিনা চোর পণ্ডিতের সাথ ✻ চোর পণ্ডিত বলে আমি দেখিয়াছি তারে আমার কাছেতে সেই আসে বারে২ ✻ বারে২ চোরে মোরে জিজ্ঞাসে আসিয়া॥ বাদশার বাড়ীতে যাব কোন রাহা দিয়া ✻ আপনার জঞ্জালে আমি আছি পেরেশান॥ চোর পণ্ডিতের কথা না করি ধেয়ান তবে যদি এক কথা রাখেন আমার॥ অনায়াসে পারি আমি চোর ধরিবার

বাদশা বলে কহ শুনি তাহার তদবির॥ চোর পণ্ডিত বলে শুন বাদশা জাহাঁগীর ✻ আপনা পোষাক আপে দেহনা আমাকে॥ আমার এই জাল দেই শুপিয়া তোমাকে ✻ জাল লিয়া রহ তুমি মাছ ধরিবার॥ আমি গিয়া হই তোমার ঘোড়াতে সওয়ার ✻ চোর পণ্ডিত তেরা কাছে পৌছিবে আসিয়া॥ তখন ধরিবে তারে জালে পেচ দিয়া বাদশা শুনিয়া ইহা পছন্দ করিল॥ তখন পোষাক সব উতারিয়া দিল ✻ চোর পণ্ডিত সেই পোষাক পিন্দিল তাহার॥ বাদশার ঘোড়ার পরে হইল সওয়ার ✻ বাদশাকে কহিল চোরায় জোরেতে হাঁকিয়া॥ তুমি হেথা মাছ ধর নিরব হইয়া ✻ আমি গিয়া শহরেতে হাঁটিয়া বেড়াই দেখি সেই চোর পণ্ডিত আছে কোন ঠাঁই ✻ এতেক বলিয়া সেই চলে ফাকি দিয়া॥ বাদশা রহিল হেথা জলেতে নামিয়া ✻ হীন রিয়াজুদ্দীন কহে বিনয় বচন॥ আমাকে করিবে দোয়া পাঠক সুজন ✻

বাদশাকে বাড়ীতে তালাশ করিয়া না পাইয়া সকলে আফসোস
করে ও ঝিলের মধ্যে তাহাকে পাইবার বয়ান।

পয়ার ✻ যখন রজনী গেল হইয়া প্রভাত॥ উজীর নাজির সব হইয়া এক সাথ ✻ বেগমের কাছে গিয়া পুছে সমাচার॥ কহ শুনি কোথা আছে বাদশা নামদার ✻ বেগম শুনিয়া বাত কহেন এয়ছাই॥ পাহারা হইতে আর ঘরে আসে নাই ✻ উজীর শুনিয়া ইহা হইল তাজ্জব॥ ঘরে না আইল শাহা কিসের ছবব ✻ লোক জন লিয়া উজীর চলে ধাওয়া ধাই॥ চল দেখি বিচারিয়া কোন খানে পাই ✻ বাদশাকে বিচারে তারা তামাম শহর॥ কোন খানে নাহি পায় বাদশার খবর ✻ শেষেতে দেখিল এক ঝিলের মাঝার॥ জাল দিয়া মাছ ধরে বাদশা নামদার ✻ ফারা ছিরা কাপড় দিয়া পিন্দিছে লেঙ্গুটি॥ মজবুত করিয়া খুব কাছা দিছে আটি ✻ চুতুতের ভিতরে কাপড় রহিছে সান্ধিয়া॥ কালা কাপড়েতে মাথা লিয়াছে বান্ধিয়া ✻ বাঘা গাঁথি করি বুকে বান্ধিছে কাপড়॥ জাল হাতে লিয়া শাহা কাঁপে থরে থর ✻ দিশা নাহি পায় জাল ফেকিয়া মারিতে॥ হেনকালে এক জনে পাইল দেখিতে ✻ উজীরের কাছে সেই কহিল আসিয়া॥ ঐ দেখ বাদশা আছে পানিতে নামিয়া ✻ উজীর যাইয়া তারে পুছিলেন হাল॥ কেটা তুমি মাছ ধর হাতে লিয়া জাল ✻ বাদশা বলেন মোর নাম মুজাফর॥ এথাকার শাহা আমি বাড়ী এ শহর ✻ বাদশার নাম যবে তাহারা শুনিল॥ তাজ্জব হইয়া তারা পুছিতে লাগিল ✻

কেমনেতে এই দশা ঘটিল তোমার॥ বুঝাইয়া কহ শুনি সেই সমাচার বাদশা শুনিয়া ইহা কহিতে লাগিল॥ যেই মতে শহরেতে পাহারা আছিল ✳ যেই মতে চোর পণ্ডিত ঝিলে মাছ ধরে॥ যেমতে পুছিল শাহা তাহার গোচরে ✳ চোর পণ্ডিতের কথা যেমতে করিল॥ মাছ ধরা কামে শাহা যেমতে রহিল ✳ যেমতে গেলেন চোরায় ঘোড়া লিয়া তার একে২ কহিল তামার সমাচার ✳ শুনিয়া সকল লোক তাজ্জব হইল॥ আপোষে মিলিয়া সবে কহিতে লাগিল ✳ চোর পণ্ডিতের হাতে কি করি উপায়॥ ইহার জুলুমে হৈল দেশে থাকা দায় ✳ এই মতে নানান কথা ভাবিয়া চিন্তিয়া॥ পানি হৈতে বাদশাকে লইল উঠাইয়া ✳ বাদশা আলম্পানা যবে তটেতে উঠিল॥ বেহুশ হইয়া যেয়ছা ঢলিয়া পড়িল ✳ সেই সময়েতে ছিল হেমন্তের কাল॥ শীতল পানিতে দেহ হৈয়া গেছে টাল ✳ তামাম শরীরে তার রক্ত ছিল নাই॥ একারণে হৈল শাহা বেহুশ যেছাই ✳ আগুন জ্বালিয়া তারে সেঁকিতে লাগিল॥ সেঁকিতে২ শেষে চেতন হইল ✳ হুশেতে আসিয়া শাহা পুছেন তখন॥ কহ শুনি বাড়ী ঘরে আছেন কেমন ✳ তারা বলে আল্লাতালার আছিল মদদ॥ একারণে বাড়ী ঘর আছে ছালামত ✳ বাদশা বলেন এই বাতে আফসোস হাজার॥ এক দিন যাবে দেশ হইয়া উজার ✳ কহিতে লাগিল শাহা সবাকে ডাকিয়া॥ কি করি উপায় এর কহ বুঝাইয়া ✳ উজীর নাজির আর যত হুশমন্দ॥ একথা শুনিয়া কহে করিয়া পছন্দ ✳ ঢেরি ফিরাইয়া দেহ তামাম শহর॥ এই কাম করে যেই রসিক নাগর ✳ আসিয়া পৌছিবে সেই বাদশার দরবার॥ আমরা হইব তার ফরমান বরদার ✳ বাদশা শুনিয়া ইহা করিল কবুল॥ তোমার মোছলত বাত বড়ই মাকুল ✳ রিয়াজুদ্দীন বলে ভাই যেই লোক দুষ্ট॥ মুখের মধুতে তারে করা চাই তুষ্ট ✳

চোর পণ্ডিত নিজে হাজির হইয়া ধরা দেয় তাহার বয়ান।

পয়ার ✳ বাদশা আলম্পানা বসি আপনার ঘরে॥ চোর পণ্ডিতের কথা ঘোষণা অন্তরে ✳ উজীর নাজির লিয়া বাদশা আলম্পানা॥ কি করিবে২ সদায় ভাবনা ✳ উজীর সকলে বলে শুন নামদার॥ চোর পণ্ডিতের হাতে রক্ষা নাহি আর ✳ কোন মতে মোরা তারে ধরিতে না পারি॥ ত্বরিত শহরে দেহ ফিরাইয়া ঢেরি ✳ এই মোছলেহাত তারা করিতেছে মনে॥ চোর পণ্ডিতের কথা শুন সর্ব্বজনে ✳

চোর পণ্ডিত সেথা হইতে নিকলিয়া গিয়া॥ নজ্জুম হইল এক ঝোলা কাঁধে দিয়া ✻ যাইয়া হইল খাড়া বাদশার বরাবর॥ দেখিয়া পুছিল তারে বাদশা নামদার ✻ কিহে মিয়া বাড়ী কোথা কহ দেখি শুনি॥ কি লাগিয়া এইখানে আইলে আপনি ✻ চোর পণ্ডিত বলে আমি বটে মোসাফির॥ বিদেশেতে আসিয়াছি রুজির খাতির ✻ পরবাসী হই আমি স্থান স্থিতি নাই॥ পরবাস পর আশ পরের নুন খাই ✻ বাদশা বলে কহ তুমি কর কোন কাম॥ চোর পণ্ডিত বলে জানি নজ্জুমী কালাম ✻ অনেক রকম আমি গণ্য বাছা জানি॥ কোন কাম থাকে যদি বলেন আপনি ✻ বাদশা বলে এক বাতে আছি পেরেশান॥ চোর পণ্ডিতের তরে নাহি বাঁচে জান ✻ যেমতে চোরের সাথে ঝগড়া হইল॥ যেই মতে চোর পণ্ডিত এখানে আইল ✻ একে একে কহিল সকল সমাচার॥ চোর পণ্ডিত শুনিয়া লাগিল কহিবার ✻ আমি সেই চোর পণ্ডিত ধরিয়া আনিব॥ আপনার কাছে তারে হাজির করিব ✻ এতেক বলিয়া সেই হাতে লিয়া খড়ি॥ ধ্যায়ান করিয়া ইহা দেখে ঠিক করি ✻ গণিয়া কহিল শেষে বাদশার গোচরে॥ জানা গেল আছে চোর দরিয়ার পারে ✻ আমাকে হুকুম দিলে তার কাছে যাই॥ হাতেতে বান্ধিয়া তারে হুজুরে পৌছাই ✻ এই কাজের পরিবর্ত্তে কি দিবে আমারে॥ অঙ্গিকার কর তুমি বাদশাই দরবারে ✻ বাদশা বলে যেজন ধরিয়া দিবে চোর॥ চারি আনি বাদশাই লেখিয়া দিব মোর॥ আমার ঘরেতে আছে আমার বহিনী॥ তাহাকে করিবে বিয়া সেই গুণমনি ✻ আমার কারার এই না হবে লজ্ঘন॥ চোর পণ্ডিত শুনি বড় খুশী হৈল মন ✻ বাদশার কাছেতে সেই বিদায় হইয়া॥ দরিয়ার কুলে সেই পৌছিল যাইয়া ✻ আপনার দোন হাত বান্ধিয়া আপনি॥ বাদশার কাছেতে গেল চলিয়া তখনি ✻ আদবেতে বাদশার হুজুরে হৈল খাড়া॥ কহিতে লাগিল চোর দোন হাত জোড়া ✻ শোন বাদশা আলম্পানা আরজ আমার॥ আদায় করিনু আমি আপনা কারার ✻ আমি সেই চোর পণ্ডিত শুন মন দিয়া॥ হাজির হইনু আমি দুহাত বান্ধিয়া ✻ কেননা যে করিয়াছি বহুত চাতুরি॥ একারণে খাড়া আছি দোন হাত জুড়ি ✻ আপনা কারার তুমি কর না বাহাল॥ কি আর কহিব তুঝে জানো সব হাল ✻ শ্বশুর বাড়ী কত কথা কহিলে আমারে॥ সেই দিন রাগ হৈয়া কহিনু তোমারে ✻ হেকমতে করিব শাদী তোমার বহিনী॥

এত দিনে পুরা হৈল সে সব কাহিনী * বাদশা শুনিয়া কিছু নাহি কহে আর॥ শরমে হইল যেয়ছা মরণ আকার * শির ঝুকাইয়া শাহা হেট শিরে রহে॥ ভালা বুরা বাত আর কিছু নাহি কহে * কি করিবে কি কহিবে ভাবে মনে২॥ কহিতে লাগিল শেষে মধুর বচনে * করিলে মনের মত আপনি চাতুরি॥ মুল্লুক জুরিয়া খুব হইল বাহাদুরি * চোর পণ্ডিত শুনি তারে কহেন এয়ছাই॥ দেলেতে বুঝিয়া দেখ মোর দোষ নাই * বাদশা শুনিয়া তারে কহে এই বাত॥ আর কোন আদাওতি নাহি তেরা সাথ * আজিকা আমার বহিন দিব তুঝে শাদী॥ রিয়াজুদ্দীন বলে সব করে আল্লা হাদি *

চোর পণ্ডিতকে সকলে দেখিতে আসে ও চোর পণ্ডিত শাদী করে তাহার বয়ান।

ত্রিপদী * শুনহে পাঠক গণ, লাগাইয়া দেল মন, কেচ্ছা সেই চোর পণ্ডিতের॥ বাদশার হুজুরে গিয়া, আপনাকে ধরা দিয়া, সব কথা করিল জাহের * শহরের লোক জন, শুনে এই বিবরণ, খুশীতে ভরিল সর্ব্বজনা॥ কেননা সে চোর পণ্ডিত, কেমন তাহার রীত, কেমনে সে ঘটায় যন্ত্রণা * কেমনে চাতুরি করে, গিয়া সেই ঘরে২, কেমনে সে হাজির হইয়াছে॥ চল সবে চল সাজি, তাহাকে দেখিব আজি, চল২ যাই তার কাছে * একথা বলিয়া পরে, চোর পণ্ডিতের তরে, সর্ব্বজলোক দেখিতে চলিল॥ যাইয়া বাদশার বাড়ী, পৌছিলেন সারি২, যত লোক শহরেতে ছিল * বাদশা আলম্পানা যেথা, সকলে যাইয়া সেথা, কহে কথা মধুর বচনে॥ চোর পণ্ডিত কোন জন, আর সেই কি গঠন, দেখিবারে সাধ আছে মনে * বাদশা শুনিয়া কথা, চোর পণ্ডিত ছিল যেথা, সবারে দেখাইয়া দিল॥ দেখে তারে জনে২, চমৎকার হৈল মনে, কতক্ষণ নীরবে রহিল পরেতে পুছিল ফের, হুজুরেতে পণ্ডিতের, আসল নাম কহিবে নিশ্চয়॥ পণ্ডিত শুনিয়া বলে, শুন সবে এক দেলে, ফিরোজ আসল নাম হয় * কেরমান শহরে ঘর, জালেনুস পিতা মোর, ফিরোজ রাখিল মোর নাম॥ যে কারণে দেশ ছাড়ে, বয়ান করিয়া তারে, একে একে কহিল তামাম * যেমতে রাহের পরে, আসিয়া বিবাহ করে, যেই মতে কত দিন যায়॥ যেমতে বাদশার সাথে, ঝগড়া লাগিল তাতে, একে একে সব কথা কয় * যেমতে এখানে আসে, কহে সকলের পাশে, যেই কাম করিল যেমতে॥ শুনিয়া তামাম লোকে,

তাজ্জব হইয়া থাকে, আপনা আঙ্গুল কাটে দাঁতে ✻ বাদশা উজীর আর, আর যত নামদার, আর কত গরীব ফকির॥ সওদাগর মহাজন, তালুকদার অগণন, সেই খানে আছিল হাজির ✻ একথা শুনিয়া পরে, ধন্য২ সবে করে, এয়ছা মর্দ্দ কোথায় না দেখি॥ রিয়াজুদ্দীন কহে ভাই, ত্রিপদী ছাড়িয়া যাই, বাকি কথা পয়ারেতে লেখি ✻

পয়ার ✻ বাদশা কহেন ফের ফিরোজ শাহারে॥ শুনহে ফিরোজ আমি কহি যে তোমারে ✻ যেই কাম হইয়াছে তোমার আমার॥ সেই সব কথা মনে না রাখিবে আর ✻ এখন আমার বহিন কর তুমি শাদী॥ খুশীতে গোজরান কর জনম অবধি ✻ ইহাতে আমার কিছু মনোবাদ নাই॥ থাকিবারে চাহ যদি থাক এই ঠাঁই ✻ নহেত চলিয়া যাহ আপনার দেশে॥ যাহা তুমি ভাল জানো দেলের খায়েশে ✻ ফিরোজ শুনিয়া কহে বাদশার হুজুর॥ আপনার কথা যত আমার মঞ্জুর ✻ বাদশা শুনিয়া হইল খোশাল খাতির॥ কহিতে লাগিল শুন তামাম উজীর ✻ শাদীর জশন কর শহর জুড়িয়া॥ আইন মাফিক শাদী দেহ পড়াইয়া ✻ শুনিয়া সকল লোক খুশীতে ভরিল॥ ফিরোজ শাহার তরে দুলা সাজাইল ✻ এদিকেতে নারীগণ সাজায় কন্যারে॥ তৈল দিয়া মলিয়া দিলেন অঙ্গ পরে ✻ বসিল রমণী সবে বিনাইতে কেশ॥ বান্ধিল বিনট খোপা দেখিতে সু-বেশ ✻ আর কত অলঙ্কার পিন্দে নানা জাতি॥ লিখিলে সকল নাম ভারি হয় পুথি ✻ একারণে বেশী কথা বারণ রাখিয়া॥ বয়ান করিয়া যাই ফিরোজের বিয়া ✻ এ দিকে কন্যাকে সব করিয়া সাজন॥ খবর ভেজিয়া দিল বাদশার সদন ✻ বাদশা মুজাফর এই খবর শুনিয়া॥ ত্বরিত উকিল সাক্ষী দিল পাঠাইয়া ✻ উকিল যাইয়া আনে বিবীর এজিন॥ পড়াইয়া দিল শাদী মাফিক আইন ✻ মজলিসেতে বসা ছিল যত লোক জন॥ সকলে মাঙ্গেন দোয়া খোশালিত মন ✻ পরে মুজাফর শাহা করিয়া সামানা॥ ছোট বড় সবাকারে খেলাইল খানা ✻ বিবাহ হইল পরে ফিরোজেরে লিয়া॥ আন্দর মহল বিচে দিল পৌছাইয়া ✻ কন্যার মন্দিরে যবে ফিরোজ পৌছিল॥ রূপ হেরি রমণীরা মগন হইল ✻ বাদশার বহিন যেই নাম লজ্জাবতী॥ হেট শিরে হৈয়া রহে হেরে নিজ পতি ✻ সখীগণ দেখি ইহা ধরিয়া কন্যারে॥ ঘুমটা খুলিয়া মুখ দেখায় শাহারে ✻ ফিরোজ আর লজ্জাবতী হইল দরশন॥ চারি চোখে চাহিয়া রহিল কতক্ষণ ✻

আশক পাইল যদি আপনা মাশুক॥ গরীবে পাইল যেয়ছা রুমের মুল্লুক * যত মজা সেই সমে নাহি যায় লেখা॥ দেলেতে ভাবিয়া দেখ নয়নের দেখা * ভাল মন্দ সব কথা ভাবে জানা যায়॥ হাতের আঙ্গুল কেবা আয়না দিয়া চায় * একারণে ঐ কথা নাহি লেখি আর॥ পাঠকেরা এই দোষ ক্ষমিবে আমার * কত চিজ নিয়ামত পরেতে আনিয়া॥ শাহাকে খিলায় ধনি যতন করিয়া * খানা পিনা হৈল পরে সেই যে মন্দিরে॥ শুইলেন দুই জন পালঙ্গ উপরে * মন রঙ্গে পতি সঙ্গে করিল শয়ন॥ চুম্বিলেন দুই জনে দোহার বদন * কোলাকুলি মিলামিলি করিলেন আর॥ নিভিল মনের অগ্নি যত ছিল যার * এই মতে এক পক্ষ গত হৈয়া গেল॥ দেশে যাইবার কথা মনেতে হইল * এক দিন কহে শাহা কাছেতে বাদশার॥ আমার এরাদা এখন দেশে যাইবার * মুজাফর শুনি ইহা খুশী হৈল মনে॥ কহিতে লাগিল তারে মধুর বচনে * ভালমন্দ কোন কথা মনে না রাখিবে॥ আল্লার তরফে সব মাফ করে দিবে * ফিরোজ শুনিয়া ইহা কহেন শাহারে॥ আপনি করিবে মাফ আমি কমিনারে * মুজাফর সব কথা মাফ করি দিল॥ কহিতে বলিতে তিন দিন গোজারিল *

ফিরোজ শাহা আপনা দেশে যায় তাহার বয়ান।

পয়ার * তৎপরে বাদশা আপে পালকি মাঙ্গাইয়া॥ ফিরোজ শাহাকে আর বহিনীকে লিয়া * সওয়ার করিয়া দোহে পালকির ভিতরে॥ বিদায় করিয়া দিল হরিষ অন্তরে * মুজাফর শাহা ফের কহে বুঝাইয়া॥ খবর লইবা সদা আসিয়া যাইয়া * ফিরোজ শুনিয়া তাহা স্বীকার করিল॥ লোক লওয়াজিম বহুতর সাথে দিল * কাহারু লইয়া তবে চলিল দুই জনে॥ রাহাতে চলিয়া যায় আনন্দিত মনে * মঞ্জিল মঞ্জিল রাহা নিকলিয়া যায়॥ রাহা মধ্যে খানা পানি পাকাইয়া খায় * প্রথম বিবাহ শাহা যেখানে করিল॥ কত দিনে সেই খানে যাইয়া পৌছিল * শ্বশুরের কাছে লোক পাঠাইয়া দিল॥ তাহারা যাইয়া সেথা খবর কহিল * বিবাহ করিয়া আইল জামাই তোমার॥ বাদশা শুনিয়া হইল খোশাল হাজার * জামাইকে নিল শাহা আগু বাড়াইয়া॥ জরীর বিছানা পরে বসাইল লিয়া * বাদশাই পছন্দ মত খিলাইল খানা॥ তৎপরে জামাইকে কহে আলম্পান * এখানে থাকিবে কিবা যাবে নিজ দেশে॥ যাহা ইচ্ছা কর তুমি মনের খাহেশে * ফিরোজ কহেন আমি যাইব বাড়ীতে॥

আমাকে বিদায় করি দেন সেতাবিতে * বাদশা শুনিয়া বড় খুশী হৈল মনে॥ বেটীকে শুপিয়া দিল দামাদের সনে * খানা পানি খিলাইল সবাকার তরে॥ বিদায় করিয়া দিল হরিষ অন্তরে * এখানের কত লোক সাথে নিল তার॥ খুশী খোশালিতে শাহা হৈল রাহাদার * মঞ্জিল মঞ্জিল শাহা যায় নিকলিয়া॥ কত দিনে আপনা মুল্লুক পায় গিয়া * ফিরোজ পৌছিল যদি আপনা শহর॥ আপনা বাপের আগে ভেজিল খবর * জালেনুস শুনিয়া বেটার সমাচার॥ আগু বাড়াইতে চলে আনন্দ অপার * কত২ হাতী ঘোড়া মিছিলে সাজায়॥ বাপ বেটার মোলাকাত হইল রাহায় * দেখিয়া বেটার তরে পিয়ার করিয়া॥ খুশীর কান্দনা কান্দে গলায় ধরিয়া * তাদের কান্দনা দেখি যত লোক জন॥ দিলাসা ভরসা দিয়া শান্ত করে মন * তৎপরে বাপ বেটা বাড়ীতে পৌছিল॥ সঙ্গি সাথি লোক সব বাড়ী মধ্যে নিল * যার যে মিছাল মত দিল বসিবার॥ খানা পিনা খিলাইল নানান প্রকার * বেটাকে দেখিয়া হেথা বাদশার বেগম॥ কোন বাতে চিন্তা নাই নাহি কোন গম * পালকি হৈতে দোন বধু উতারিয়া লিয়া॥ আপনা ঘরেতে গেল হাসিয়া হাসিয়া * বাদশা বেগম আর যত বান্দী দাসী॥ খুশীর উপরে কত হইলেন খুশী * শহরে মধ্যে ছিল যত প্রজাগণ॥ সু-খবর শুনি সবে খুশী হইল মন * আমোদ প্রমোদ করে সব ঘরে২॥ কোন বাতে চিন্তা নাই কাহারও অন্তরে * এখানে ফিরোজ শাহা বাপের গোচর॥ আরজ করিয়া কহে জুড়ে দোন কর * আমি এক বাত কহি শুন আলম্পানা॥ সঙ্গি সাথি লোক মোর আছে যত জনা * সবাকারে এক সাথে খানা খিলাইয়া॥ রাহের খরচ আর থোড়া থোড়া দিয়া * বিদায় করিয়া দেহ যাউক নিজ দেশে॥ কত দিন রবে তারা মোসাফির বেশে * বাদশা শুনিয়া বাত করিল তেয়ছাই॥ খানা পিনা খিলাইল হুকুম যেয়ছাই * রাহার খরচ কিছু থোড়া২ দিয়া॥ বিদায় করিয়া দিল কহিয়া বলিয়া * আপনার দেশে তারা হইল রওয়ানা॥ রাহেতে চলিয়া যায় ভাবিয়া রাব্বানা * এখানেতে বাদশা আর বাদশাজাদী দোহে॥ পুত্র বধু নিয়া তারা আনন্দিতে রহে * কার মনে কোন বাতে না রহিল দুঃখ॥ খুশীর উপরে খুশী হামেশা কৌতুক * তামাম হইল পুথি চোর পণ্ডিতের॥ আস্‌সালামো আলাইকুম কাছে সকলের * তের শত ষোল সাল লেখে বাঙ্গালার॥ ছাব্বিশা কার্ত্তিক তারিখে রোজ শুক্রবার *

আছরের ওয়াক্তে পুথি লেখা হৈল শেষ ॥ আল্লাতালা পুরাইল আমার খাহেশ * তারিখ করিনু বন্ধ বুঝে ভাল দিন ॥ কহ ভাই মোমিন সবে আমিন২ * রিয়াজুদ্দীন নাম মোর বিদ্যা হীন অতি ॥ সিদ্দির গঞ্জ আটী গায় আমার বসতি *

সূচীপত্র আরম্ভ

সূচীপত্র সমাপ্ত।

——০ঃ[*]ঃ০——

মুদ্রাকর—এম আজিজুর রহমান চৌধুরী
হামিদিয়া প্রেস ৫০ নং হরনাথ ঘোষ রোড, ঢাকা।